POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ○

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 46

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 14 Nov, 2024 11 জামাদিউল আওয়াল 1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী নীতি

২১৫১) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়াকে কেন কাজে লাগাও না? তারা উত্তর দিল,এটা তো মৃত-জীব। তিনি (সা.) বললেন, কেবল সেটি ভক্ষন করা হারাম।

২১২১) ইসমাঈল কায়েস (বিন আবি হাযিম)- এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত জারির (রা.) কে বলতে শুনেছি: আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এই স্বীকারুক্তি দিয়ে বয়আত করেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোনও উপাস্য নেই আর মহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। আর যত্নসহকারে নামায পড়ব এবং যাকাত দান করব এবং (রসুলুল্লাহ্‌র প্রতিটি আদেশ) মান্য করব এবং তাঁর আনুগত্য করব এবং মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী হয়ে থাকব।

২২২২) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: সেই সত্তার নামে শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ রক্ষিত আছে। অচিরেই ইবনে মরিয়ম (ইবনে মরিয়ম) তোমাদের মাঝে অবশ্যই নাযেল হবেন। তিনি ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী হবেন, যিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন এবং শূকর বধ করবেন এবং যুদ্ধ রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এমন প্রাচুর্য হবে যে কেউ তা গ্রহণ করবে না।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১১ ই অক্টোবর ২০২৪
হুযুর আনোয়ার (আই.) ইউরোপ সফর ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

লক্ষ লক্ষ মানুষের সাক্ষ্য বিদ্যমান, তাঁরা নিজেদের ব্যবহারিক নমুনা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সাক্ষী দিয়েছেন যে খোদা অবশ্যই আছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেউ অস্বীকার করে, তবে সে তো নির্বোধ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

কেউ যদি এই সংশয় উপস্থাপন করে যে, খোদার অস্তিত্ব নেই, তবে তা অত্যন্ত অনর্থক কথা। খোদাকে অস্বীকার করার চায়তে বড় নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতা হতে পারে না। পার্থিব বিষয়াদিতে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যদানে মামলার রায় দিয়ে দেওয়া হয়। কতিপয় সাক্ষ্যের বয়ানের উপর ভিত্তি করে প্রাণের মত মূল্যবান জিনিসের বিরুদ্ধে আদালত ফাঁসিতে ঝোলানোর নিদান দেয়। অথচ সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের সংমিশ্রণ থাকার আশংকা থেকে যায়, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সুনিশ্চিত বলে প্রতীতী জন্মে। কিন্তু খোদা তা'লা সম্পর্কে শত-সহস্র মানুষ, যারা নিজেদের দেশ ও জাতিতে সত্যবাদী ও পুণ্যবান হিসেবে স্বীকৃত, তাদের সাক্ষ্যদানকে যথেষ্ট বলে মনে করা হয় না। লক্ষ লক্ষ মানুষের সাক্ষ্য বিদ্যমান, তাঁরা নিজেদের ব্যবহারিক নমুনা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সাক্ষী দিয়েছেন যে খোদা অবশ্যই আছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেউ অস্বীকার করে, তবে এর থেকে বড় নির্বুদ্ধিতা এবং হঠকারিতা আর কি হতে পারে? সে তো নির্বোধ আর আশ্চর্যের বিষয়, কোনও বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরী। যার মধ্যে জ্ঞান নেই, তার মতামত দানের কোনও অধিকার নেই। মতামত দিলে তাকে কি আহাম্মক ও নির্বোধ বলা হবে না? অবশ্যই বলা হবে। বরং অন্য বুদ্ধিমানেরা তাকে লজ্জা দিয়ে বলবে, আহাম্মক, যখন তোমার কিছু জানা-ই নেই তবে তুমি মতামত কিভাবে দিচ্ছ? অনুরূপভাবে খোদা যারা খোদা সম্পর্কে বলে যে, খোদার অস্তিত্ব নেই, তাদের এ বিষয়ে মতামত দেওয়ার কিভাবে অধিকার থাকতে পারে? অথচ খোদা তা'লা সম্পর্কে তাদের কোনও জ্ঞানই নেই, তারা কখনও সাধনা-ই করে নি।

তবে তাদের একথা বলার অধিকার থাকতে পারত। আর তারা যদি এখন খোদার উপাসকের কথা অনুযায়ী সত্য অন্বেষণের পথে বিচরণ করে এবং খোদাকে অন্বেষণ করে, তার পরেও যদি তারা খোদাকে লাভ করতে না পারে, তবে নিঃসন্দেহে বলে দেয় যে, খোদা বলে কিছু নেই। কিন্তু যখন তারা চেষ্টা ও সাধনা করে নি, তবে তাদের অস্বীকার করার অধিকার নেই। প্রকৃতপক্ষে খোদার অস্তিত্ব আছে আর তিনি এমন এক জিনিস-ঈমান যত বৃদ্ধি পায়, সেই অনুপাতেই শক্তি লাভ হতে থাকে এবং সেই অপ্রকাশিত সত্তা দৃষ্টিতে ধরা দিতে শুরু করে। এমনকি সে প্রকাশ্যে তাঁকে দেখতে পায়। এই শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জগতবাসীর এই সত্তার-ই সন্ধান করা উচিত। কিন্তু আজ পৃথিবীতে সেই শক্তিসমূহ আর নেই।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩)

যদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি শৃঙ্খলে সন্নিবিষ্ট থাকে, তবে এর স্রষ্টা হিসেবে একজন খোদাকেই স্বীকার করতে হবে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)সূরা নহলের ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

এখানে যে বলা হয়েছে যে, তোমাদের খোদা এক ও অভিন্ন-এটি কেবল দাবিসর্বস্ব নয়।কুরআন করীম যখন অস্বীকাকারীদেরকে সম্বোধন করে, তখন শুধু দাবি উপস্থাপন করে না, কেননা শুধু দাবি তাদের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং এমন ক্ষেত্রে সে দুটির মধ্যে একটি পন্থা অবলম্বন করে। হয় দাবি করার পর যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করে, অথবা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পর এই উপসংহার করে। এই দুই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষের মন আশ্বস্ত হয়। এবং কার্যত এই উভয় পন্থাই অত্যন্ত উপযোগী। অনেক সময় দাবি করার পর যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা কার্যকরী হয় আর অনেক সময় ঘটনা বর্ণনা করার পর যুক্তি দেওয়া বেশি উপযোগী হয়। এখানে দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা হয়েছে এবং প্রথম আয়াতের যৌক্তিক উপসংহার পেশ করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে দুটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড একসূত্রে গ্রোথিত রয়েছে এবং একটি বস্তু অপর বস্তুর উপর নির্ভরশীল। মানুষের সৃষ্টি হল মূল বিষয়। তার প্রথম খাদ্য হল প্রাণীজ। প্রাণী গাছপালা ভক্ষণ করে। প্রাণীজগত গাছপালা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। আর গাছপালা তথা উদ্ভিদজগত বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্টি লাভ করে আর সেই জল মানুষেরও পানের কাজে আসে। সেই জল থেকে শস্যদানা উৎপন্ন হয় যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সবই দিবারাত্রি সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। অপরদিকে এগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যম হল সমুদ্র যার জলরাশি থেকে মানুষ জল লাভ করে আর সমুদ্রকে পুষ্ট রাখতে পাহাড় রয়েছে যেখানে জল সঞ্চিত থাকে। সেখান থেকে

(এরপর ৭ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মক্কা বিজয়ের নেপথ্যকাহিনী

মূল: হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) অনুবাদ মোরতোজা আলি (বড়িশা জামাত)

কুরআনের নওবাতখানার আরও একটি বড় সংবাদ যা অতি মর্যাদার সহিত পূর্ণ হয়েছে।

রসুল করীম (সা.) স্বপ্নে দেখলেন, তিনি (সা.) মক্কা গমণ করেছেন ও 'ওমরাহ' করছেন। তিনি (সা.) সাহাবাদের দেখলেন, কেউ মস্তক মুণ্ডন করেছে, কেউ চুল কেটেছে আর ওমরা হচ্ছে। তিনি (সা.) সাহাবাদের বললেন, যেহেতু আমি স্বপ্নে দেখেছি, এস আমরা 'ওমরাহ; করে আসি। তিনি (সা.) যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মক্কাবাসীরা জানতে পারল ওরা সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে গেছে। তারা মুসলমানদের বলল, তোমারে এখঅনে আসার অনুমতি কে দিয়েছে? এরা বললেন, আমরা যুদধ করতে আসি নি, কেবল মাত্র এইজন্য এসেছি যে আমরা 'ওমরাহ করব। এই স্থান তোমাদের নিকট বরকতময় এবং আমাদের নিকটও। আমরা এর তীর্থদর্শন করতে এসেছি, যুদ্ধের জন্য নয়। তারা বলল, 'তাওয়াফ' (কাবাশরীফ প্রদীক্ষণ) এর প্রশ্নই ওঠে না। তোমাদের সাথে আমাদের সংগ্রাম। যদি তোমরা এসে 'তাওয়াফ' কর,তাহলে সমগ্র আরবে আমাদের ভীষণ অপমান হবে। শত্রুরা তোমাদের ঘরে এসে 'তাওয়াফ' করে গিয়েছে। আমরা সমস্ত আরববাসীকে অনুমতি দিতে পারি কিন্তু তোমাদের দিতে পারব না।রসুল করীম (সা.) প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। আরবের বড় বড় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝালেন,কিন্তু তারা সম্মিলিতভাবে বললন, আমরা 'ওমরাহর অনুমতি দিতে পারি না। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল,সন্ধিপত্র লেখা হোক।

হুদায়বিয়া সন্ধি পত্রের কয়েকটি শর্ত

এই সন্ধিতে তারা বলল, এবার তোমরা ফিরে যাও,যাতে সারা আরব জানতে পারে, তোমরা বিনা অনুমতিতে এসেছিলে। এই জন্য তোমাদেরকে 'তাওয়াফ' করতে দেওয়া হয় নি। পুনরায় আগামী বছর এস, তাহলে আমরা তোমাদের তিন দিনের জন্য তাওয়াফ করার অনুমতি দিব। বড় বড় প্রধানরা যারা যুদ্ধ করা পছন্দ করতেন না,সন্ধির সময় বলতে লাগলেন, আবার পরস্পরের কিছু শর্ত হয়ে যাক,যাতে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হয়। তিনি (সা.) অনুমোদন করলেন। সুতরাং শর্তে এই সিদ্ধান্ত হল, আগামী বছর মুসলমানেরা 'তওয়াফ' করুক এবং এই সন্ধি হোক, আগামী দশ বছর যুদ্ধ বিরতি হোক। ইত্যবসরে যদি আল্লাহ্ তা'লার কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয়,যাকে সমর্থন করবে সে লাভবান হবে। অন্যথায় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। পুনরায় একটি শর্ত একটি স্থির করা হল, আরব গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে চাইবে মহম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে চুক্তি করবে আর যে চাইবে আরব গোষ্ঠীর সঙ্গে। আশপাশের আর যে সমস্ত গোষ্ঠী ছিল, তাদের প্রস্তাব পাঠানো হল যাকে চাও সন্ধি কর। সুতরাং বনু খোজায়া বলল, আমরা তো মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সন্ধি করব। তাদের মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল এবং বনুবকর যারা একটি বড় গোষ্ঠী ছিল, তারা মক্কাবাসীদের মিত্র ছিল। তারা বলল, আমরা মক্কাবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করব। মোটকথা আরব গোষ্ঠীগুলি বিভক্ত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে বনি খোজায়া মুসলমানদের পক্ষে হয়ে গেল আর বনু বকর মক্কাবাসীদের পক্ষে হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত এটাই হল, পরস্পর যুদ্ধ নয়, কেবল কেউ যদি সন্ধি ভঙ্গ করে। যদি কেউ সন্ধি ভঙ্গ করে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী বা পরম বন্ধুর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার অনুমতি থাকবে। এই প্রকার কিছু আরও কয়েকটি শর্তে নিষ্পত্তি হল।

(৩)

শত্রুদের শর্ত ভঙ্গের সংবাদ

যখন এই শর্তাবলীর নিস্পত্তি হয়ে গেল।তখন যেন দশ বছরের যুদ্ধ বিরতি হয়ে গেল। এখন শুধু যুদ্ধের একটি সুযোগ অবশিষ্ট ছিল, আর সেটা এই যে, মক্কাবাসীরা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) বা তাঁর পরম বন্ধুদের উপর আক্রমণ করে। কেননা মুসলমানদের উপর আদেশ ছিল যে কোন প্রকারে নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। এই সন্ধির পর অসম্ভব ছিল মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করা। কেবল একটাই সুযোগ ছিল মক্কাবাসীরা মোহাম্মদ (সা.) বা তাঁর পরম বন্ধুদের উপর আক্রমণ করে। এছাড়া যুদ্ধ হতে পারে না। এখন যেন যুদ্ধের অধিকার শত্রুদের হস্তগত হল, মোমেনদের হাতে থাকল না। যখন কোন সন্ধান পাওয়ার সুযোগ ছিল না, তখন শত্রুদের সৈন্যরা ইসলামী শৃঙ্খলার পরিবেষ্টনে ঢুকে পড়বে। কেননা সিদ্ধান্ত তো তাদের করার ছিল, মুসলমানদের নয়। ঐ সময় রসুল করীম (সা.) যখন হুদায়বিয়ার চুক্তি করে ফিরছিলেন,তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল,শত্রুরা সন্ধি ভঙ্গ করবে আর আমি তোমাকে তাদের উপর আধিপত্য দান করব। যেমন দেড় বছর পূর্বে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল,শত্রুদের সৈন্যদল তোমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে। সুতরাং তাঁর (সা.) উপর ঐশীবাণী হল- 'ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা..... (অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাদের সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যেন আল্লাহ্ তোমার (প্রতি আরোপিত) পূর্বের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় ভুলত্রুটি তোমাকে ক্ষমা করে দেন, তোমার উপর তাঁর অনুগ্রহ চূড়ান্ত পর্যায়ে দেন, তোমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এবং আল্লাহ্ যেন তোমাকে সম্মানজন বিজয় দানকারী সাহায্যে ভূষিত করেন। (সূরা আল-ফাতাহ, ১-৪ রুকু)

অর্থাৎ হে মহম্মদদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমি তোমাকে এক মহান বিজয়ের সংবাদ দিচ্ছি। এটা এমন এক বিজয় হবে যাহা নিজ সত্তায় সাক্ষীস্বরূপ হবে যে তুমি সত্যবাদী এবং সুস্পষ্ট বিজয় হবে। কিছু কিছু নিদর্শন এমন হয়,কিন্তু যার ফলও অনুমান করা হয়। কিন্তু ঐ বিজয় এমন হবে যার জন্য অনুমানের প্রয়োজন হবে না। বরং সেটা নিজ সত্তায় তোমার সত্যতার এক জীবন্ত প্রমাণ হবে।

এবং এই বিজয় তোমাকে এই জন্য দিব যে আরবদের সঙ্গে তোমার লড়াই চলছে, তার মধ্যে কিছু কিছু কথা বলার ছিল, যা তুমি বলনি এবং কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি তোমার দ্বারা হয়েছে, যাহা হওয়া উচিত নয়, যা তুমি করেছ। যেমন কিছু কিছু জায়গায় উদারতা প্রদর্শন করা উচিত ছিল না, কিন্তু উদারতা করেছ। কিছু কিছু জায়গায় ক্ষমা করা উচিত ছিল, কিন্তু সাহাবীরা সতর্কতা অবলম্বন করে নি এবং তারা ক্ষমা করে নি। যেমন 'মুহাররামুল হারাম'-এ যুদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিল এবং রসুল করীম (সা.) রাগান্বিত হয়েছিলেন। এইজন্য যে এই মাসে যুদ্ধকরা আইনসঙ্গত নয়। এবং তোমার উপর তাঁর অনুগ্রহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেন। তোমাকে সেই পথপ্রদর্শন করেন,যদ্বারা তুমি কৃতকার্য হও, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সাহায্য করবেন। সাহায্যও অতি সাধারণ নয় বরং প্রাধান্য-বিস্তারকারী সাহায্য। এতে এবিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেহেতু মুসলমানেরা আক্রমণ করবে না,এই জন্য তোমার হাত দিয়ে যুদ্ধের অবসান হয়েছে। আমরা এমন পন্থা অবলম্বন করব, যাতে যুদ্ধ বিধিসংগত হয়, আর সেটা এটাই হতে পারে যে, কাফেররা আক্রমণ করে ফেলে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেন,আমি স্বয়ং এর এমন ব্যবস্থাপনা করব, যাতে কাফেররা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। যার ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ আরবেরা পরাজিত হবে। এবং ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা"লা বলেন-'এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল 'হে আল্লাহার জাতি। তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর,যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিয়াছিলেন।

(সূরা মায়েদা, আয়াত নম্বর-২১)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নেয়ামতের গুণগান করে বর্ণনা করে বলেন,স্বর্গীয় আশীর্বাদ ও তাঁর পরিপূর্ণতা আল্লাহ্ তা'লার জামাতে দুই প্রকারে হয়ে থাকে। যদি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তাহলে রাজতন্ত্র দ্বারা। যদি খাঁটি ধর্মীয় হয় নবুয়তের পরিপূর্ণতার দ্বারা সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোন নবী আসে, তখন যদি শুধু রাজনৈতিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়,তাহলে আল্লাহ তা'লা তাকে নবী বানিয়ে দেন। আর যদি ধর্মীয় যুদ্ধ হয়, তাহলে তার ধর্মকে বিজয় দান করেন। যদি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়,তাহলে উভয় প্রকারের পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করা হয়। অর্থাৎ নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত হয় আর রাজতন্ত্র দান করা হয়। সুতরাং এখানে 'ইউতিম্মা নিয়ামাতুহু আলাইকা' থেকে এই অনুমান করব, এই আক্রমণের ফল এই হবে, আরবদের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং মুসলমানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া হবে। 'ইয়াহদিয়াকা সেরাতাম মুস্তাকিমা' তে বলা হয়েছে,তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে না। আল্লাহ্ তা'লা এমন পথ বের করে দিবেন, যার ফলে যুদ্ধ করা তোমাদের জন্য আইন-সঙ্গত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তোমাদের আক্রমণকে আইন-সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত স্বীকৃতি দান করবে।

এরপর শেষের পাতায়...

জুমআর খুতবা

জিবারাঈল (আ.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অস্ত্র নামিয়ে রাখি নি। অপর একটি রেওয়ায়েতে এই শব্দ রয়েছে যে, যখন থেকে আপনি শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন তখন থেকে ফেরেশতারা অস্ত্র নামিয়ে রাখে নি আর আমরা এখনই আহযাবের পশ্চাদ্ধাবন থেকে প্রত্যাবর্তন করছি।

বনু কুরায়যার সর্দার কা'ব বিন আসাদ নিজ জাতির লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের ওপর এক পরীক্ষা এসেছে যা তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছ। আমি তোমাদের সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব রাখছি। এগুলোর মধ্য থেকে যেটি চাও সেটি গ্রহণ করতে পারো। তারা বলে, সেগুলো কী? কা'ব বিন আসাদ বলে, (চলো) আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য গ্রহণ করি এবং তাঁকে সত্য বলে মেনে নিই; কেননা আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা নিশ্চয় বুঝে গেছ যে, তাঁকে নবী হিসেবে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে আর তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁর (আগমনের) উল্লেখ তোমরা তোমাদের (ঐশী) কিতাবে পাঠ করে থাকো আর আমাদের ঈমান আনার কারণে তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মহিলারা নিরাপদ হয়ে যাবে। খোদার কসম! তোমরা নিশ্চয় জানো, মুহাম্মদ (সা.) (আল্লাহ্‌র) নবী আর তাঁর (ধর্মে) দীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কেবল এ বিষয়টি বাধ সাধছে যে, তিনি আরব এবং তিনি বনী ইসরাঈলী নন। অতএব তিনি যে জাতিরই হন না কেন, আল্লাহ্‌ই তাঁকে নবী বানিয়েছেন।.....দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, চলো আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করি। অতঃপর তরবারি ধারণ করে মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাহাবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।.....আজ তো শনিবার রাত অর্থাৎ সাবাতের রাত। আর আশা করা যায় আজকের রাত মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাহাবীরা আমাদের বিষয়ে শঙ্কাহীন থাকবেন, তাই তোমরা তাঁর ওপর আক্রমণ করো। হয়ত এর ফলে আমরা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতারিত করতে পারব।

খন্দকের যুদ্ধ এবং বনু কুরায়যার যুদ্ধের ঘটনাবলীর বিবরণ

আল্লাহ্ তা'লাই ইসরাঈলী সরকার ও আমেরিকার সরকারকে এবং পরাশক্তিগুলোকে বিরত করতে পারেন; তাঁর হাতে সকল শক্তি। কিন্তু এর জন্য মুসলমানদেরকেও নিজেদের কর্মকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে, ভাই ভাই হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১১ অক্টোবর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১১ ইখা, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বর্তমানে আহযাব বা পরিখার যুদ্ধের স্মৃতিচারণ চলছে। এটি বর্ণিত হয়েছিল যে, কাফিররা রাতের বেলা ধূলিঝড় ও তুফানের কারণে (যুদ্ধের) প্রান্তর থেকে সটকে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাফিরদের পলায়ন করার পরের ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে সৈন্যদলকে তাড়িয়ে দেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا - অর্থাৎ 'আগামীতে আমরা কুরাইশের বিরুদ্ধে (অভিযানে) বের হবো, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বের হওয়ার সাহস তাদের হবে না' ; আর বাস্তবিক এমনটিই হয়েছে। মুসলমানদের ওপর আক্রমণের স্পর্ধা ও দুঃসাহস কুরাইশের হয় নি, এরই মধ্যে মহানবী (সা.)-এর হাতে মক্কা বিজিত হয়। যাহোক, যখন প্রভাত হয় তখন পরিখার অপর প্রান্তে আর কোনো বিরোধী উপস্থিত ছিল না, সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। সবাই আনন্দের সাথে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে যেতে আরম্ভ করেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮৯-৩৯০)

বর্ণনা করা হয়, (শত্রু কর্তৃক) প্রায় পনেরো দিন পরিখা অবরুদ্ধ ছিল। আরেক ভাষ্য অনুযায়ী এই অবরোধ বিশ দিন ছিল, আবার এটিও বলা হয় যে, প্রায় এক মাস এই অবরোধ ছিল।

(ইমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৪২)

পরিখার যুদ্ধে নয়জন শহীদ হয়েছিলেন। (তাদের মধ্যে) একজন ছিলেন সা'দ বিন মুআয (রা.), যিনি এই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন আর কয়েকদিন পর মৃত্যু বরণ করেন; আনাস বিন অওস, এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন সাহ্‌ল, তোফায়েল বিন নু'মান, সা'লাবা বিন আনআমা বিন আদী, কা'ব বিন যায়েদ, কায়েস বিন যায়েদ বিন আমের, আব্দুল্লাহ্ বিন আবী খালেদ, আবু সিনান বিন সাইফী বিন সাখ্‌র (রা.)। এছাড়া দুজন সাহাবী প্রথমেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, পূর্বে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে; যারা আবু সুফিয়ানের সেনাদল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে গিয়েছিলেন আর সেখানেই শহীদ হয়েছিলেন। এভাবে মোট এগারোজন শহীদ হয়েছেন। এই দুজন (সাহাবী) ছিলেন সুলাইত এবং সুফিয়ান বিন অওফ আসলামী (রা.)।

মুশরিকদের তিনজন মারা যায়। তারা হচ্ছে, আমর বিন আব্দে উদ্ , নওফল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মুগীরা এবং উসমান বিন মুনাব্বেহ। সে পরিখার (যুদ্ধের) দিন অর্থাৎ, যেদিন কাফিররা প্রবল আক্রমণ করেছিল আর মুসলমানরাও তির দিয়ে তিরের উত্তর দিয়ে দিয়েছিল, তখন একটি তির তার (শরীরে) বিদ্ধ হয় যার আঘাতে পরবর্তীতে সে মক্কায় মারা যায়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৩৬৪,৩৬৫,৩৯০)

পরিখার যুদ্ধের যে নিদর্শনমূলক পরিণাম হয়েছিল, যেমনটি আমরা ইতিহাসে পর্যবেক্ষণ করেছি, এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, 'প্রায় পনেরো-বিশ দিন অবরোধের পর কাফির সেনাবাহিনী অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায় আর বনু কুরায়যা যারা তাদের সাহায্যার্থে বেরিয়েছিল তারাও নিজেদের দুর্গে ফিরে আসে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাণহানি বেশি হয় নি। অর্থাৎ, মাত্র পাঁচ-ছয়জন শহীদ হয়েছেন, কিন্তু অওস গোত্রের প্রধান নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) এত গুরুতর আহত হন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি আর সেরে উঠতে পারেন নি; আর এই ক্ষতি মুসলমানদের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি ছিল। কাফির সৈন্যদের মধ্যে মাত্র তিনজন নিহত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে কুরাইশরা এমন আঘাত পায় যে, এর পরে তারা আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে বের হওয়ার কিংবা মদীনার ওপর আক্রমণোদ্যত হওয়ার সাহস করে নি। আর

মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। কাফির সৈন্যবাহিনী চলে যাওয়ার পর মহানবী (সা.)-ও সাহাবীদেরকে ফিরে যাবার নির্দেশ প্রদান করেন আর মুসলমানরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে মদীনায় প্রবেশ করেন। পরিখা বা আহযাবের যুদ্ধ, যা এমন অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হয়, (অথচ এটি) এক চরম বিপজ্জনক যুদ্ধ ছিল। সেই সময় পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর এর চেয়ে বড় আকস্মিক বিপদ আর আসে নি, কিংবা এর পরেও মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এমন বড়ো বিপদ তাঁর ওপর আসে নি। এটি এক ভয়ানক ভূমিকম্প ছিল যা ইসলামের ভিত্তিকে মূল থেকে কম্পিত করে দিয়েছিল এবং এর ভীতিকর দৃশ্য অবলোকন করে মুসলমানদের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল আর তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং দুর্বল লোকেরা ভেবে বসেছিল, এখন ধ্বংস অনিবার্য! আর এই ভয়ানক ভূমিকম্পের আঘাত প্রায় এক মাস তাদের ওপর আসতে থাকে। আর কয়েক হাজার রক্তপিপাসু হিংস্র প্রাণী তাদের বাড়িঘর অবরুদ্ধ করে তাদের জীবনকে তিক্ত করে তোলে এবং বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা এই কষ্টের তিক্ততাকে দ্বিগুণ করে তোলে। আর এই পুরো নৈরাজ্যের মূলে ছিল বনু নযীর গোত্রের সেসব অকৃতজ্ঞ ইহুদী, মহানবী (সা.) যাদের প্রতি অনুগ্রহবশত তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মদীনা বের হয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। সেসব ইহুদী নেতার উস্কানির ফলেই আরব মরুভূমির সকল প্রসিদ্ধ গোত্র ইসলামের শত্রুতার নেশায় মত্ত হয়ে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার জন্য মদীনায় একত্রিত হয়েছিল এবং এটি সুনিশ্চিত যে, যদি সে-সময় এই হিংস্র প্রাণীরা শহরে প্রবেশের সুযোগ পেতো তাহলে একজন মুসলমানও প্রাণে বাঁচতো না এবং কোনো পবিত্র মুসলমান নারীর সম্মান তাদের নোংরা আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকতো না। কিন্তু কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ ও তাঁর ক্ষমতার অদৃশ্য শক্তির ফলেই এই পঙ্গপালদেরকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে এবং মুসলমানরা কৃতজ্ঞচিত্তে শান্তি ও তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেদের বাড়িঘরে ফিরে আসে। বনু কুরায়যার হুমকি তখনও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান ছিল। তারা চরম ভয়ানকরূপে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করে তখনো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিজেদের দুর্গে অবস্থান করছিল আর মনে করছিল, এখন আর কেউ আমাদের কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু তাদের নৈরাজ্যকে নির্মূল করা আবশ্যক ছিল, কেননা তাদের অস্তিত্ব মদীনার মুসলমানদের জন্য আস্তিনের সাপ তথা গোপন শত্রুর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। আর অপরদিকে বনু নযীর গোত্র কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা এটিই বলে যে, এই সাপ এরূপ যাকে বাড়ি থেকে বাইরে বের করাও একে বাড়িতে অবস্থান করতে দেওয়ার মতোই ভয়ংকর।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৯৫-৫৯৬)

যাহোক, একে নির্মূল করার জন্য বনু কুরায়যার বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, যাকে বনু কুরায়যার যুদ্ধ বলা হয়, যা ৫ম হিজরীর যিলকদ মাস মোতাবেক ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৯৭)

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا - وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا - (الاحزاب:27-28)

অর্থাৎ, এবং আহ্ লে কিতাব হতে যারা তাদের সাহায্য করেছিল, তিনি তাদেরকে তাদের দুর্গসমূহ হতে নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন, (এমন কি) তাদের একদলকে তোমরা হত্যা করছিলে এবং অপর দলকে তোমরা বন্দি করছিলে। এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূ-সম্পত্তির, তাদের ঘর-বাড়ির এবং তাদের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছিলেন এবং সেই ভূমিরও যার ওপর তোমরা (এখনও) পদার্পণ করো নাই। বস্তু তঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা আল আহযাব : ২৭-২৮)

বনু কুরায়যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছে, বনু কুরায়যা ইহুদীদের একটি গোত্র। এরা কুরায়যার বংশধর ছিল যারা মদীনার সন্নিকটে কয়েক মাইল দূরত্বে একটি সুরক্ষিত দুর্গে বসতি স্থাপন করেছিল। এরপর তার নামেই (এই গোত্র) পরিচিতি লাভ করে। কুরায়যা এবং নযীর ছিল দুই ভাই, হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধরদের সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল। একজনের বংশধর বনু কুরায়যা এবং অপরজনের বংশধর বনু নযীর আখ্যায়িত হয়। (তারিখুল ইসলাম ও ওয়াফফিয়াতুল মুশাহির ওয়াল আলাম, পৃ: ৩২০) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৮)

এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, যেমনটি বিগত খুতবাগুলোতেও বর্ণিত হয়েছে এবং খন্দকের যুদ্ধের বিশদ বিবরণেও একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনু কুরায়যা ঠিক যুদ্ধকালীন সময়ে চুক্তিভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সহায়তা করেছিল এবং সেসব চুক্তি ভঙ্গ করেছিল যা তাদের ও আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর মাঝে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন খন্দকের যুদ্ধ শেষে ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) ও সাহাবীগণ অস্ত্র নামিয়ে রাখেন। মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেন ও পানি চান আর (তা দিয়ে) নিজ মাথা ধৌত করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) গোসল করেন ও সুগন্ধি আনান এবং যোহরের নামায আদায় করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমরা ঘরেই অবস্থান করছিলাম, এমন সময় একজন ব্যক্তি আমাদের সালাম দেন। তার আহ্বান শুনতেই রসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্রুত তার নিকট যান আর আমি দরজার ফাঁকা স্থান দিয়ে দেখছিলাম। আমি দেখি, সেখানে হযরত দাহ্ইয়া কালবী ছিলেন। তিনি তার চেহারা থেকে ধুলাবালি পরিষ্কার করছিলেন আর তিনি পাগড়ি পরিহিত ছিলেন। আল্লাহ্র রসূল (সা.) বাহনের ঘাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন! আল্লাহ্র কসম! আমরা অস্ত্র নামিয়ে রাখি নি। অপর একটি রেওয়ায়েতে এই শব্দ রয়েছে যে, যখন থেকে আপনি শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন তখন থেকে ফেরেশতারা অস্ত্র নামিয়ে রাখে নি আর আমরা এখনই আহযাবের পশ্চাদ্ধাবন থেকে প্রত্যাবর্তন করছি। অর্থাৎ তিনি এ কথা বলেছেন যে, ফেরেশতারা অস্ত্র নামিয়ে রাখে নি, এমনকি আমরা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌঁছে যাই আর আল্লাহ্ তাদের পরাজিত করেছেন। এখন আপনি এদিক পানে চলুন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কোন দিকে? তিনি তখন ইঙ্গিতে বলেন, এদিকে অর্থাৎ বনু কুরায়যার দিকে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ভেতরে চলে আসি। যখন আল্লাহ্র রসূল (স া.) ভেতরে আসেন তখন আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সেই ব্যক্তি কে ছিল যার সাথে আপনি কথা বলছিলেন? তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তাকে দেখেছিলে? আমি উত্তরে বললাম, জ্বী। তিনি (সা.) বলেন, তুমি তাকে কোন ব্যক্তির অনুরূপ দেখতে পেয়েছিলে? উত্তরে আমি বলি, হযরত দাহ্ইয়া কালবীর মতো। তিনি (সা.) বলেন, ইনি জিবরাঈল ছিলেন। এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফেরেশতারা অস্ত্র নামিয়ে রাখে নি। ইনি জিবরাঈল ছিলেন, যিনি আমাকে বলছিলেন আমি যেন বনু কুরায়যার দিকে যাই।

আল্লাহ্র রসূল (সা.) সে সময়ই ঘোষণা করান যে, বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও এবং আসরের নামায সেখানেই আদায় কোরো। অতএব ঘোষণা শোনামাত্রই সাহাবীরা দ্রুততার সাথে রওয়ানা হয়ে যান। সাহাবীদের আনুগত্য ও নির্দেশ মান্য করার অবস্থা এরূপ ছিল যে, পথিমধ্যে যখন আসরের নামাযের সময় হয় এবং নামাযের সময় প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল তখন কতিপয় সাহাবী এ কথা চিন্তা করে যে, নামাযের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, তাই নামায আদায় করে নেওয়া উচিত, (তারা) নামায আদায় করে নেন এবং বুখারীর ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ফাতহুল বারী অনুযায়ী কতিপয় সাহাবী বলেন, যেহেতু মহানবী (সা.) বলেছেন যে, আসরের নামায বনু কুরায়যাতে গিয়ে আদায় করতে হবে এজন্য সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাক, আমরা সেখানে গিয়েই (নামায) আদায় করব। বর্ণনা অনুযায়ী তারা এমন সময় পৌঁছেন যখন সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল আর তখন তারা সেখানে পৌঁছে আসরের নামায আদায় করেন। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) উভয় দলকেই কিছুই বলেন নি; যারা নামাযের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার আশঙ্কায় পথিমধ্যে নামায আদায় করেছিলেন তাদেরকেও কিছু বলেন নি আর যারা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর বনু কুরায়যাতে গিয়ে (নামায) আদায় করেছিলেন তাদেরকেও বলেন নি।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ডাকেন এবং তাকে সৈন্যদের কালো রঙের 'উকাব' নামক পতাকা প্রদান করেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪১২২,৪১১৯,৪১১৭) (ফতহুল বারি, কিতাবুল মাগাযি,৭ম খণ্ড, পৃ: ৫১৯-৫২০তে বর্ণিত হাদীসের আলোচনায়) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩,৪) [আসসীহহ মিন সীরাতুন নবী আল আযাম (সা.০, খণ্ড-১২, পৃ: ১০]

এই বর্ণনা সহীহ্ বুখারী এবং কতিপয় ঐতিহাসিক পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। এর আরও বিস্তারিত বর্ণনা হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.)-কে একটি দলের সাথে অগ্রগামী দলরূপে সম্মুখে প্রেরণ করেন। আর এরপর তিনি (সা.) নিজেও তাদের পিছুপিছু রওয়ানা হয়ে যান।

(শারাহ যারকানী আলাল মোয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৮,৬৯)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে এভাবে লিখেছেন যে,মহানবী (সা.) খন্দকের যুদ্ধ শেষে শহরে ফিরে আসার পর অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি খুলে

সবেমাত্র গোসল শেষ করেছেন তখনই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দিব্যদর্শনের মাধ্যমে এটি জানানো হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের মীমাংসা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার অস্ত্র নামিয়ে রাখা উচিত নয়। অতঃপর মহানবী (সা.)-কে এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন অনতিবিলম্বে বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। এতে তিনি (সা.) সাহাবীদের মাঝে এই সাধারণ ঘোষণা করিয়ে দেন যে, সবাই যেন বনু কুরায়যার দুর্গের দিকে রওয়ানা হয়ে যায় আর আসরের নামায সেখানে গিয়ে আদায় করা হয় এবং তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সাহাবীদের একটি দলসহ তৎক্ষণাৎ অগ্রে প্রেরণ করেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৯৭)

পূর্বে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বরাতেও এটি বর্ণিত হয়েছে। যাহোক, এটি দিব্যদর্শন ছিল যেমনটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও লিখেছেন আর হতে পারে যে, এই দৃশ্য হযরত আয়েশা (রা.)-ও দিব্যদর্শ নে দেখেছেন, আর এমনটি হয়েও থাকে। বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে যাত্রার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মদীনায় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন এবং বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে বুধবার যাত্রা করেন। আর তখন যিলকদ মাসের সাত দিন অবশিষ্ট ছিল। মহানবী (সা.) অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম পরিধান করেন এবং শিরস্ত্রাণ পরেন আর নিজ হাতে বর্শা তুলে নেন ও ঢাল গলায় ঝুলিয়ে নেন আর নিজ ঘোড়া লুহায়েফ-এ আরোহণ করেন। মুসলমানদের কাছে তখন ৩৬টি ঘোড়া ছিল আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে যাত্রা করেন। ইবনে সা'দ বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে তিন হাজার সদস্য ছিল। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) মুহাজির ও আনসারের একটি দলের সাথে পূর্বেই বনু কুরায়যার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। হযরত আবু কাতাদা বলেন, আমরা বনু কুরায়যার বসতিস্থলে পৌঁছে যাই আর হযরত আলী (রা.) দুর্গের নীচে পতাকা স্থাপন করেন। তারা যখন আমাদেরকে দেখতে পায় তখন তারা যুদ্ধের বিষয়ে নিশ্চিত হয়। অতঃপর তারা নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ হয়ে মহানবী (সা.) ও তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদেরকে গালি দিতে থাকে। হযরত আবু কাতাদাবর্ণনা করেন যে, আমরা নীরব থাকি এবং এসব গালির কোনো উত্তর দেই নি আর বলি যে,এখন তোমাদের আর আমাদের মাঝে তরবারিই সিদ্ধান্ত দেবে। মহানবী (সা.)-ও বনুকুরায়যার বসতিস্থলে পৌঁছে যান আর বনু কুরায়যার পাহাড়ের পাদদেশে বি'রে উন্নাহ্-তে তাদের দুর্গের কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৭) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫-৬)

এটিকে বি'রে আন্নাহ্‌ও বলা হয় আর এটি বনু কুরায়যার কূপগুলোর মধ্য থেকে একটি কূপ। (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ:৩৫৫)

এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকেহযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যে বিস্তারিত বর্ণ না লিখেছেন তা এরূপ যে, হযরত আলী (রা.) যখন সেখানে পৌঁছেন তখন বনু কুরায়যা গোত্র, যাদের মাঝেখন্দকের যুদ্ধের পর বনু নাযীরের প্রধান নেতা ও নৈরাজ্যের হোতা হুয়ী বিন আখতাবও নিজ ওয়াদা অনুযায়ী এসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল, নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের কারণে অনুশোচনা প্রকাশ করে ক্ষমা ও কৃপা যাচনার পরিবর্তে তারা প্রকাশ্যে মহানবী (সা.)-কে গালি দেয় আর অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও নীচতার সাথে তাঁর (সা.) পবিত্র সহধর্মিণীদের সম্পর্কেও চরম ঘৃণ্য অপলাপ করে। হযরত আলী ও তার দল যাত্রা করার কিছুক্ষণ পরেই মহানবী (সা.)-ও সশস্ত্র হয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। তখন তিনি (সা.) একটি ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন আর সাহাবীদের একটি বৃহৎ দল তাঁর সাথে ছিল। তিনি (সা.) যখন বনু কুরায়যার দুর্গের নিকটে পৌঁছেন তখন হযরত আলী (রা.), যিনি তাঁকে (সা.) স্বাগত জানানোর জন্য কিছুটা পথ ফিরে এসেছিলেন, তাঁর সমীপে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মতে আপনার স্বয়ং সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরাই ইনশাআল্লাহ্ যথেষ্ট। তিনি (সা.) বুঝতে পারেন আর বলেন, বনু কুরায়যা কি আমার সম্পর্কে কোনো অপলাপ করেছে? অর্থাৎ তিনি যখন দেখেন যে, হযরত আলী (রা.) তাঁকে বারণ করছেন এর অর্থ হলো তারা অবশ্যই কোনো অপলাপ করে থাকবে। "হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন যে, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)। মহানবী (সা.) বলেন, কোনো সমস্যা নেই, قَدْ اُوْذِیَ مُوْسٰی بِاَکْثَرَ مِنْ هٰذَا অর্থাৎ মূসা (আ.) এ লোকদের পক্ষ থেকে এরও অধিক দুঃখ পেয়েছিলেন।" এরপর তিনি (সা.) আরো সম্মুখে অগ্রসর হন এবং বনু কুরায়যার এক কূপের পাশে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৯৭-৫৯৮)

এক রেওয়াত অনুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) -কে বলেন, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, তাদের এতটা সাহস নেই যে, আমার সামনে আমাকে গালমন্দ করবে, এরপর তিনি (সা.) অতি প্রশান্ত চিত্তে এবং সগৌরবে সম্মুখে অগ্রসর হন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫-৬)

মুসলমানদের এই যুদ্ধে খাবারেরও একটি উল্লেখ পাওয়া যায় অর্থাৎ সকল সাহাবী এশার পূর্বেই মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে একত্রিত হয়ে যান আর হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) খেজুর বোঝাই একটি উট মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করেন। সেদিন মহানবী (সা.) বলেন, খেজুর কতই না উত্তম খাদ্য!

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ:৬)

মুসলমান কর্তৃক বনু কুরায়যার (দুর্গ) অবরোধের বিস্তারিত বিবরণ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) সেহরির সময় সামনে অগ্রসর হন আর তিরন্দাজ দলকে সম্মুখভাগে রাখেন। তারা ইহুদীদের দু র্গ ঘিরে ফেলেন আর তাদের ওপর তির বর্ষণ করেন এবং পাথর নিক্ষেপ করেন। আর তারাও অর্থাৎ ইহুদীরাও তাদের দুর্গ থেকে তির বর্ষণ করতে থাকে, এমতাবস্থায় সন্ধ্যা নেমে আসে। এরপর (মুসলমানরা) দুর্গের আশপাশে রাত্রিযাপন করেন এবং ইহুদীদের ওপর পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করতে থাকেন। মহানবী (সা.) একাধারে তাদের ওপর তির বর্ষণ করাতে থাকেন। এক পর্যায়ে ইহুদীরা নিজেদের পরাজয় অনিবার্য বলে স্বীকার করে নেয় আর মুসলমানদের ওপর তির বর্ষণ পরিত্যাগ করে এবং বলতে থাকে, আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা তোমাদের সাথে সংলাপে বসতে প্রস্তুত আছি। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে। তারা নাব্বাশ বিন কায়সকে তাঁর (সা.) কাছে প্রেরণ করে। সে মহানবী (সা.)-কে বলে, তাদেরকে এখান থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক, যেভাবে বনু নাযীর এখান থেকে চলে গিয়েছিল আর আপনি আমাদের ধনসম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিন আর আমাদের প্রাণভিক্ষা দিন। আমরা আপনাদের শহর থেকে আমাদের নারী ও শিশুদের নিয়ে চলে যাব। [ইহুদীদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়।] আর আম রা কেবল ততটা মালপত্র নেব যতটা একটা উট বহন করতে সক্ষম। কিন্তু মহানবী (সা.) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন নাব্বাস বলে, আমাদের উট বহন করতে পারে এমন সম্পদেরও আমাদের প্রয়োজন নেই। মহানবী (সা.) প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তাঁর (সা.) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নিজ জাতির কাছে ফেরত চলে যায়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ:৬)

এরপর বনু কুরায়াযার নেতারা পরস্পর যুক্তি-পরামর্শ করে। নাব্বাশ যখন নিজ জাতির কাছে ফেরত গিয়ে তাদেরকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে এবং অবরোধ যখন দীর্ঘ হতে থাকে তখন বনু কুরায়যার সর্দার কা'ব বিন আসাদ নিজ জাতির লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের ওপর এক পরীক্ষা এসেছে যা তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছ। আমি তোমাদের সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব রাখছি। এগুলোর মধ্য থেকে যেটি চাও সেটি গ্রহণ করতে পারো। তারা বলে, সেগুলো কী? কা'ব বিন আসাদ বলে, (চলো) আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য গ্রহণ করি এবং তাঁকে সত্য বলে মেনে নিই; কেননা আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা নিশ্চয় বুঝে গেছ যে, তাঁকে নবী হিসেবে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে আর তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁর (আগমনের) উল্লেখ তোমরা তোমাদের (ঐশী) কিতাবে পাঠ করে থাকো আর আমাদের ঈমান আনার কারণে তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মহিলারা নিরাপদ হয়ে যাবে। খোদার কসম! তোমরা নিশ্চয় জানো, মুহাম্মদ (সা.) (আল্লাহ্‌র) নবী আর তাঁর (ধর্মে) দীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কেবল এ বিষয়টি বাধ সাধছে যে, তিনি আরব এবং তিনি বনী ইসরাঈলী নন। অতএব তিনি যে জাতিরই হন না কেন, আল্লাহ্‌ই তাঁকে নবী বানিয়েছেন। [তিনি এখন যাই আছেন, তাঁকেই তো আল্লাহ্ নবী বানিয়েছেন- এ বিষয়টি তো সুস্পষ্ট।] আরও বলে, আমি তো অঙ্গীকার ভঙ্গ করা সমর্থন করতাম না, কিন্তু এ বিপদ এবং পরীক্ষা এই হুয়ী বিন আখতাবের কারণেই ঘটেছে। সে পাশেই বসে ছিল। তখন কা'ব বলে, তোমাদের স্মরণ আছে, ইহুদীদের একজন পুরোনো আলেম ছিল। তিনি যখন তোমাদের নিকট আসেন তখন তিনি তোমাদের কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমি মদ, সিরকা এবং খেজুরের ভূমি অর্থাৎ বায়তুল মাকদাস পরিত্যাগ করেছি আর পানি, খেজুর এবং ভুট্টার দেশে চলে এসেছি। লোকেরা তখন বলে, এমনটা কেন করেছেন? কা'ব বিন আসাদ বলে, এই গ্রাম হতে এক নবীর আবির্ভাব ঘটবে আর সে সময় যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে তার আনুগত্য করব এবং তাকে সাহায্য করব। আর সে যদি আমার মৃত্যুর পর আগমন করে তাহলে তোমরা সাবধান থাকবে, কেউ যেন তাঁর

বিষয়ে তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। অর্থাৎ, তোমরা তাঁকে মেনে নিও, অস্বীকার কোরো না। তাঁর আনুগত্য করবে, তাঁর সাহায্যকারী এবং বন্ধু হবে। আমি তো উভয় কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি। প্রথমটির প্রতিও এবং শেষটির প্রতিও। [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতিও।] আর আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম পৌঁছে দেবে এবং তাকে বলবে, আমি তাঁর সত্যায়ন করেছিলাম।

তখন কা'ব বলে, অতএব চলো আমরা তাঁর অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ এবং সত্যায়ন করি। একথা শুনে বনু কুরায়যার লোকেরা বলতে আরম্ভ করে, তওরাতে যে সিদ্ধান্ত রয়েছে তা থেকে আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হবো না; [অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাব।] আর এর পরিবর্তে অন্য কোনো কিতাব আমরা গ্রহণ করব না। তখন কা'ব তাদের বলে, যদি তোমরা আমার এই কথা না মানো তাহলে দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, চলো আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করি। অতঃপর তরবারি ধারণ করে মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাহাবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। (এর ফলে) আমাদের পেছনে কোনো বোঝা থাকবে না, (এ যুদ্ধ চলবে) যতক্ষণ না খোদা তা'লা আমাদের এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন। যদি আমরা মারা যাই তাহলে শুধুমাত্র আমরাই ধ্বংস হবো। আমাদের পেছনে পুরো জাতি থাকবে না যাদের জন্য আমাদের কোনো শঙ্কা থাকবে। আর যদি আমরা বিজয় লাভ করি তাহলে আমার বয়সের (অভিজ্ঞতার) কসম! স্ত্রী-সন্তান আমরা পরবর্তীতেও লাভ করতে পারব। লোকেরা বলল, আমরা কি এই সকল মিসকিনদের হত্যা করব! তাদের মৃত্যুর পর জীবনের আনন্দ কী-ইবা বাকি থাকবে? কা'ব তখন বলে, তোমরা যদি আমার এই কথাও না মানো তাহলে আজ তো শনিবার রাত অর্থাৎ সাবাতের রাত। আর আশা করা যায় আজকের রাত মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাহাবীরা আমাদের বিষয়ে শঙ্কাহীন থাকবেন, তাই তোমরা তাঁর ওপর আক্রমণ করো। হয়ত এর ফলে আমরা মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতারিত করতে পারব। তারা বলল, আমরা কি আমাদের সাবাতকে নষ্ট করব আর এদিন কি আমরা এমন কাজ করব যা ইতিপূর্বে আমাদের কেউ করে নি? শুধুমাত্র তারা ব্যতিরেকে যাদেরকে তুমি জানো আর তাদের বিপথগামী হবার কথা তোমার অজানা নয়। আর এভাবে তারা কা'বের তিনটি প্রস্তাবের কোনো একটিও মানতে অস্বীকৃতি জানায়। কা'বের পরে আরেকজন ইহুদী আমর বিন সওদা বলে, হে ইহুদীদের দল! তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে চুক্তি করেছ এবং তোমরা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ যা তোমাদের এবং তাদের মাঝে ছিল। আর আমি তোমাদের এই চুক্তিরও অংশ ছিলাম না আর এখন আমি তোমাদের এই প্রতারণার সাথেও যুক্ত নই। যদি তোমরা তাঁর ধর্মে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানাও তাহলে কমপক্ষে ইহুদী ধর্মে তো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো! [যদি তাদেরকে অস্বীকার করো তাহলে ইহুদী ধর্মের যে শিক্ষা রয়েছে- এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো] আর তাদেরকে জিযিয়া (তথা যুদ্ধকর) দিয়ে দাও। খোদার কসম! আমি জানি না, তারা এটি গ্রহণ করবে কিনা। তারা বলতে লাগল, আরবদের নিকট হতে নিজেদের গর্দান মুক্তির জন্য আমরা কোনো যুদ্ধকর দিবো না। [এটি অসম্ভব, আমরা এটি দিবো না;] এর চেয়ে আমাদের জন্য মৃত্যু শ্রেয়। অতঃপর আমর বলে, তাহলে আমি তোমাদের থেকে দায়মুক্ত! আর সেই রাতেই সে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যায়। সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রহরীদের সামনে দিয়ে চলে যায়। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? উত্তরে সে বলে, আমর বিন সওদা। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা বলেন, চলে যাও। আরও বলেন, اَللّٰهُمَّ لَا تُحْرِمْنِيْ اِقَالَةَ عَثَرَاتِ الْكِرَامِ অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! আমাকে পুণ্যবানদের দোষত্রুটি গোপন রাখার নেক আমল হতে বঞ্চিত রেখো না। আর তার পথ ছেড়ে দেয়। অতঃপর সে বের হয়ে মহানবী (সা.)-এর মসজিদে চলে আসে। আর সেখানেই ভোর হয় এবং ভোরবেলা সে সেখান থেকে চলে যায়। জানা যায় নি যে, সে কোথায় গিয়েছে? একথা যখন মহানবী (সা.)-এর সামনে উল্লেখ করা হয় তখন তিনি (সা.) বলেন, সে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তার বিশ্বস্ততার কারণে পরিত্রাণ দিয়েছেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ:৬-৮)

একইভাবে কা'বের একথা শুনে আরো তিন ব্যক্তি দুর্গ থেকে নেমে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে আর নিজেদের প্রাণ, পরিবার ও ধনসম্পদ সুরক্ষিত করে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ:৬-৮)

হযরত আবু লুবাবার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে লেখা আছে, এবার মহানবী (সা.) দুর্গের ওপর কঠোরতা বৃদ্ধি করেন। তাদের ওপর অবরোধ যখন চেপে বসে তখন তারা সাবাতের রাতে মহানবী (সা.)-এর নিকট বার্তা প্রেরণ করে যে, হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযিরকে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন যেন আমরা তার সাথে নিজেদের বিষয়ে পরামর্শ করতে পারি। ইনি বনু কুরায়যার মিত্র অওস গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে প্রেরণ করেন। তারা যখন হযরত আবু লুবাবাকে দেখে তখন পুরুষরা তার দিকে ছুটে আসে এবং মহিলা ও শিশুরা তার সামনে কাঁদতে থাকে। হযরত আবু লুবাবা তাদের দেখে গলে পড়লেন অর্থাৎ তাদের জন্য তার হৃদয়ে বিগলন সৃষ্টি হলো। কা'ব বিন আসাদ এই চাল চেলেছিল। কা'ব বিন আসাদ বলল, হে আবু লুবাবা! আমরা কেবল আপনাকে নির্বাচন করেছি। মুহাম্মদ (সা.) নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাব গ্রহণে প্রস্তুত নয়। আপনার মতামত কী? আমরা কি তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেব? উত্তরে হযরত আবু লুবাবা বলেন, হ্যাঁ, আর নিজের হাত দিয়ে গলার দিকে জবাই করার ইশারা প্রদান করেন। [এভাবে গলায় ইশারা করলেন।] হযরত আবু লুবাবা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, ইত্যবসরে আমি অনুভব করলাম যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছি। আমি এই ভেবে লজ্জিত হলাম যে, আমি এ-কি ইশারা দিলাম! আর আমি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইলাইহি রাজিউন পড়লাম। আমি নীচে নামলাম আর আমার দাড়ি অশ্রুতে সিক্ত ছিল। মানুষ আমার অপেক্ষায় ছিল আর আমি দুর্গের পেছন দিক থেকে আরেক পথ ধরলাম এবং মসজিদে চলে আসলাম। মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলাম না। আমি নিজেকে খুঁটির সাথে বাঁধলাম, শাস্তি হিসাবে নিজেকে বেঁধে দিলাম। আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'লা আমার তওবা কবুল না করা পর্য ন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না, এমনকি মরে গেলেও না। অতঃপর আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট অঙ্গীকার করলাম, আমি বনু কুরায়যার মাটিতে কখনো পা রাখব না আর সেই জনপদের দিকেও তাকাবো না যেখানে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। মহানবী (সা.) যখন আমার চলে যাবার এবং আমার এ আচরণের সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা তার বিষয়ে যা চান সে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। সে যদি আমার কাছে আসত তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। সে যেহেতু আমার কাছে আসে নি এবং চলে গিয়েছে, তাই তার বিষয়টা ছেড়ে দাও। হযরত আবু লুবাবা বর্ণনা করেন, আমি ভীষণ কষ্টে ছিলাম। কয়েক রাত আমি কোনো খাবার খাই নি এবং কোনো পানীয়ও নয়। আর আমি একথা বলতে থাকলাম, আমি এভাবেই থাকব, যতক্ষণ না আমি মারা যাই কিংবা আল্লাহ্ আমার তওবা কবুল করেন। আর আমি আমার সেই স্বপ্নের কথা স্মরণ করতাম যা আমি দেখেছিলাম। আমরা যখন বনু কুরায়যা অবরোধ করে রেখেছিলাম, এমন মনে হচ্ছিল যেন আমি কোনো দুর্গন্ধযুক্ত কালো মাটিতে পড়ে আছি এবং আমি সেখান থেকে বের হতে পারছিলাম না। আমি এর দুর্গন্ধের কারণে মরে যাবার উপক্রম হলো। অতঃপর আমি একটি নহর প্রবাহিত দেখলাম এবং দেখলাম যে, আমি তাতে গোসল করেছি, এমনকি আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলাম আর আমি সুগন্ধ পাচ্ছিলাম। আমি হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তুমি এমন একটি বিষয়ের সাথে জড়িয়ে যাবে যে কারণে তুমি দুঃখভারাক্রান্ত হবে। তারপর তোমাকে সেখান থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হবে। অতএব আমি বাঁধা অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.)-র কথা স্মরণ করতাম এবং আশা রাখতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য ক্ষমা অবতীর্ণ করবেন। তিনি বলেন, আমি ওভাবেই রইলাম, এমনকি দুর্বলতার কারণে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। খুঁটির সাথে বাঁধা ছিলাম। মহানবী (সা.) আমাকে দেখতেন। ইবনে হিশাম বলেন, তিনি ছয় রাত পর্যন্ত বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু লুবাবার তওবা সম্পর্কে আয়াত

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (التوبة:102)

অর্থ: আর কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে। তারা পুণ্যকর্মকে অন্যান্য মন্দকর্মের সাথে মিলিয়ে ফেলেছে। অচিরেই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী। (আততাওবা: ১০২)

হযরত আবু লুবাবার তওবা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর কাছে সেহরীর সময় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি (সা.) হযরত উম্মে সালামার ঘরে ছিলেন।

হযরত উম্মে সালামা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সেহরীর সময় মুচকি হাসতে দেখি। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ আপনাকে সর্বদা প্রফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। আপনি কী বিষয়ে হাসছেন? তিনি (সা.) বলেন, আবু লুবাবার জন্য সুসংবাদ আছে। আমি

নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কি তাকে সুসংবাদ জানাতে পারি? তিনি (সা.) বলেন, কেন নয়? তুমি চাইলে সুসংবাদ জানিয়ে দিতে পারো। অতঃপর তিনি নিজের কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, হে আবু লুবাবা! আনন্দিত হও, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমার তওবা কবুল করেছেন। লোকেরা তার বাঁধন খুলতে তার কাছে গেলে হযরত লুবাবা বললেন, না, মহানবী (সা.)-ই আমার (বাঁধন) খুলবেন। তিনি বলতে থাকেন, না, আমি তো বাঁধা অবস্থায় রয়েছি। এখন খুললে কেবল মহানবী (সা.)-এরই খোলার অধিকার রয়েছে।অতঃপর মহানবী (সা.) যখন ফজরের নামাযের জন্য আসেন তখন তিনি (সা.) নিজের পবিত্র হাতে তাকে (অর্থাৎ তার বাঁধন) খুলে দেন। হযরত আবু লুবাবা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল(সা.)! আমার তওবা হলো, আমি আমার জাতির সেই ঘরবাড়ি পর্যন্ত পরিত্যাগ করব যেখানে আমার মাধ্যমে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্ ও তঁ ার রসূল (সা.)-এর পথে দান করে দেবো। তিনি (সা.) বলেন, হে আবু লুবাবা! তোমার জন্য এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ:৮,৯)

এটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, আবু লুবাবা সম্পর্কে উল্লিখিত যে ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে তা সিহাহ সিত্তায় পাওয়া যায় না, সম্ভবত হযরত আবু লুবাবা তাদেরকে হত্যার যে ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন তা কেবল তার চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ছিল; কিন্তু যাই হোক ইতিহাসে এর উল্লেখ রয়েছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে লিখেছেন, পরিশেষে বনু কুরায়যা কঠোর অবরোধের কারণে তিক্ত হয়ে গেলে তারা এ প্রস্তাবনা দিল যে, এমন একজন মুসলমানকে দুর্গে আমন্ত্রণ জানানো হোক যে তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে এবং যে নিজ সরলতার কারণে তাদের বশে আসতে পারে আর তার মাধ্যমে যেন এটি জানা যায় যে, তাদের ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর অভিসন্ধি কী, এবং সে অনুযায়ী তারা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব করতে পারে। সুতরাং তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে এক দূত প্রেরণের মাধ্যমে এ নিবেদন জানায় যে, আবু লুবাবা বিন মুনযির নামক আনসারীকে যেন তাদের দুর্গে প্রেরণ করা হয়, যার সাথে তারা পরামর্শ করতে পারবে। তিনি (সা.) আবু লুবাবাকে অনুমতি প্রদান করেন এবং তিনি তাদের দুর্গে প্রবেশ করেন। বনু কুরায়যার সর্দাররা এ পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে, আবু লুবাবা দুর্গের ভেতর প্রবেশ করার সাথে সাথে সকল ইহুদী মহিলা ও শিশু ক্রন্দন-আহাজারি করতে করতে তার কাছে একত্রিত হবে এবং নিজেদের দুঃখকষ্ট ও বিপদাবলির কথা বর্ণনার মাধ্যমে তার হৃদয়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। আবু লুবাবার ওপর এই কৌশল কার্যকর হয়ে গেল এবং তিনি দুর্গে যেতেই তাদের ষড়যন্ত্রে র জালে ফেঁসে গেলেন। বনু কুরায়যার এই প্রশ্নের উত্তরে যে, হে আবু লুবাবা! আপনি আমাদের অবস্থা দেখছেন। আমরা কি মুহাম্মদ (সা.)-এর সিদ্ধান্তে নিজেদের দুর্গ থেকে নীচে নেমে আসব? আবু লুবাবা নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, হ্যাঁ; কিন্তু একই সাথে নিজের গলায় হাত চালিয়ে ইঙ্গিত করলেন, মহানবী (সা.) তোমাদের হত্যার নির্দেশ দেবেন। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল ছিল। মহানবী (সা.) কখনোই এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তাদের বিপদগ্রস্ত হওয়ার অভিনয়ে প্রভাবিত হয়ে আবু লুবাবার মতামত বিপদের স্রোতে এমন ভেসে গেল যে, মৃত্যুর পূর্বে থামল না। আর আবু লুবাবার ভুল সহানুভূতির কারণে পরে তিনি নিজেও অনুতপ্ত ছিলেন এবং এই অনুতাপে নিজেই নিজেকে মসজিদে গিয়ে একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে ফেলেন। এমনকি মহানবী (সা.) স্বয়ং গিয়ে ক্ষমা করে তার বাঁধন খুলে দেন। যাহোক এটি বনু কুরায়যার ধ্বংসের কারণ হয়ে গেল; অর্থাৎ তাদের এই হঠকারিতা যে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সিদ্ধান্তে নীচে নামবো না।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৯৮, ৫৯৯)

যাহোক ভবিষ্যতে এই বিবরণ অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

পাকিস্তানের আহমদীদের নিজেদের জন্য দোয়া করা উচিত। বর্তমানে তাদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন থেকে কঠিনতর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের উচিত পূর্বে র চেয়ে বেশি চেষ্টা করা। কেননা যেভাবে আমি বলেছি, পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ ও কৃপা করুন।

একইভাবে পৃথিবীতে বসবাসকারী অন্যান্য পাকিস্তানি আহমদীদেরও বিশেষভাবে নিজেদের পাকিস্তানি ভাইদের জন্য দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দান করুন। একইভাবে বাংলাদেশের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। তারা নিজেরাও যেন নিজেদের জন্য দোয়া করে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। সেখানেও আহমদীরা বিপদে নিপতিত। আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। তাদেরকেও জরিমানা, গ্রেফতার করা হচ্ছে। তাদের ঈমানকে আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদ রাখুন। সুদানের আহমদীরাও বিপদে আছেন। সেখানকার যুদ্ধের পরিস্থিতির কারণে তাদের জন্যও দোয়া করুন।

প্রতিটি স্থানে কলেমা পাঠকারীদের কারণেই আরেকদল কলেমা পাঠকারী বিপদে নিপতিত। এই কারণেই অমুসলমানরা নির্দ্বিধায় মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। অনেক দোয়া করুন।

আল্লাহ্ তা'লাই ইসরাঈলী সরকার ও আমেরিকার সরকারকে এবং পরাশক্তিগুলোকে বিরত করতে পারেন; তাঁর হাতে সকল শক্তি। কিন্তু এর জন্য মুসলমানদেরকেও নিজেদের কর্মকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে, ভাই ভাই হবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বসমূহকে দূর করতে হবে, যা কোথাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। সেরূপ করলে পরেই আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হবে, এছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। এক খাঁটি মুমিন হয়ে থাকতে হবে মুসলমানদের। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এবং সকল মুসলমানকে এর সামর্থ্য দান করুন।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল,১লা নভেম্বর, ২০২৪)

****

(১ম পাতার পর.....)

নদ-নদীর মাধ্যমে জলের প্রবাহ বিশেষ বিশেষ পথে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়, নদীর ধারাগুলি ভূ-পৃষ্ঠে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে না যাতে তা মানুষের বসবাসের যোগ্য না থাকে। এই বিষয়গুলি থেকে একটি স্পষ্ট উপসংহারে পৌঁছনো যায় যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবী বিভিন্ন বস্তসমূহের সমষ্টি নয়, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন যেন একই শৃঙ্খলের এক একটি আংটা। একটি আংটা বের করে দিলে সেটি আর শৃঙ্খল থাকে না। অনুরূপভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে একটি বস্তু বের করে দিলে সমস্ত জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। সমুদ্রকে শুকিয়ে দিয়ে পানি শেষ হয়ে যাবে আর নদী শুকিয়ে দিলে সমুদ্র শুকিয়ে যাবে। নদীর জন্য গতিপথ তৈরী করে সেই উতরাই সমান করে দিলে সমস্ত জগতের পানি ছড়িয়ে পড়বে আর পৃথিবী বসবাসযোগ্য থাকবে না। পর্বত সরিয়ে দিলে ভূমিকম্প হয়ে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। নদ-নদীর জন্য জলরাশি অবশিষ্ট থাকবে না আর সমস্ত পানি একত্রে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। একদিকে পৃথিবীতে বন্যা দেখা দিবে অপরদিকে সারা বছর জলের সহজলভ্যতা বজায় থাকবে না। চাঁদ-সূর্য সরিয়ে দিলে পৃথিবীর সৃষ্টি-শৃঙ্খলার উপর তাদের যে প্রভাব ছিল তা বিলুপ্ত হবে আর পৃথিবীর অবস্থা আগের মত থাকবে না। সূর্যকে পৃথক করে দিলে মেঘের শৃঙ্খলা থাকবে না আর মানুষ পানির জন্য হাহাকার করবে। শাক-সব্জি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষের স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে এবং প্রাণীজ খাদ্য তৈরীর প্রক্রিয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। মোটকথা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একত্রে মানুষের সেবায় নিয়োজিত, এর প্রতিটি অংশ অপর অংশকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যম। এমনটি হলে দুই খোদার মতবাদটি কিভাবে সঠিক হতে পারে? পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যদি একাধিক খোদা হত,তবে কোন অংশটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে সেটি অন্য থেকে আলাদা আর তাতে বোঝা যেতে পারে যে, সেটি অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে? আর যদি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি শৃঙ্খলে সন্নিবিষ্ট থাকে, তবে এর স্রষ্টা হিসেবে একজন খোদাকেই স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় একথা বলতে হবে যে, খোদা তা'লার মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শক্তি ছিল না। এইজন্য একাধিক খোদা মিলে কাজ ভাগ করে নিয়েছে এবং পূর্ব প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের নিজের অংশের কাজ পূর্ণ করেছে। কিন্তু মুশরিকরাও এমন মতবাদ পোষণ করে না আর তা বাস্তববুদ্ধির পরিপন্থী। কেননা অসম্পূর্ণ সত্তা খোদা হতে পারে না। অতএব এই প্রমাণের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনিই তোমাদের খোদা, যিনি এক ও অদ্বিতীয়।

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৪ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর (২০১২)

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

ফখরুদ্দীন নামে এক অতিথি বলেন:আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। যেরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হল তা অকল্পনীয় ছিল। আপনাদের আতিথেয়তার কোনও তুলনা হয় না। আপনাদের দৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহ্‌র পথে নিঃস্বার্থ সেবাদান দেখে আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। জলসার ব্যবস্থাপনা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের ভাষণগুলি যুক্তিশীল এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল। এছাড়াও ইউরোপের মুসলমানের পরস্পরের প্রতি এমন সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন দেখার অভিজ্ঞতাই ছিল আলাদা। আমার কল্পনাতেও ছিল না যে এমনটিও সম্ভব। এজন্য আমি জামাত আহমদীয়ার ইমামের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। জার্মানীতে জামাত যে সমস্ত মসজিদ নির্মাণ করেছে সেগুলি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। সবকটি মসজিদ দেখার সুযোগ যদিও হয় নি, তবে আমার বিশ্বাস সেগুলি এর মসজিদটির (সুবহান) থেকেও বেশি সুন্দর হবে। আমি আরও একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সেই সকল খিদমতের মহান প্রতিদান দিন। আপনাদের ধর্মসেবা দেখে আমরাও আনন্দিত হই।

জাহাঙ্গীর নামে অতিথি বলেন: বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জনানো এবং সেখান থেকে মসজিদ 'সুবহান'-এ নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি খুব ভাল লেগেছে। মসজিদটি সদ্যনির্মিত আর বেশ সুন্দর। অতিথিদের অভ্যর্থনা এবং হোটেলে থাকার ব্যবস্থা-সব কিছুই উৎকৃষ্ট মানের ছিল। সত্যি কথা বলতে কি এদিক থেকে কোনও ত্রুটিই ছিল না। এটি কেবল প্রশংসা করার জন্য নয়, বরং বাস্তবে যা হয়েছে সেটাই আমি বর্ণনা করছি। বক্তৃতাগুলিও উচ্চপর্যায়ের ছিল। ইসলামকে সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। জলসার কর্মীদের আচার আচরণ খুব ভাল ছিল। তাদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, বোঝানোর ভঙ্গি মুগ্ধ করার মত ছিল। তারা অনেক সময় অতিথিদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে নিজেদের কাঙ্খিত স্থানে ছেড়ে দিয়ে আসত। ডিউটিরত প্রত্যেক কর্মী মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করত। কর্মীদের সেবাদান নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তাদের কাজে কোনও খুঁত চোখে পড়েনি। সব কথা তো আর বলা সম্ভব নয়, তবে জলসায় অনেক কল্যাণকার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক দেশ থেকে মানুষ এসেছিলেন, তাদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় করার সুযোগ পাওয়া গেছে। অতিথিদের প্রত্যেকেই ইতিবাচক প্রভাব গ্রহণ করেছে। জলসায় এসে অনেক কিছু শিখলাম।

বোসনিয়ার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাত

* একজন অতিথি বলেন: বোসনিয়া এবং কোসোভোর মানুষের উপর ভীষণ অত্যাচার হয়েছে। জাতি সংহার হয়েছে। এগারো জুলাই-এর দিনটি আমরা এই প্রেক্ষিতে স্মরণ করে থাকি, যেখানে মুসলমানেরা একত্রিত হই। হুযুর আনোয়ার বলেন: মুসলমানেরা একত্রিত হয়ে থাকুন। ভাংচুর এবং আক্রমণ করে কোন লাভ নেই। একজন দক্ষ নেতা হওয়া উচিত। যদি সে আপনাদের সকলকে একত্রিত করতে পারে তবে আপনারা সফল হবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ভবিষ্যতে কি কোন নেতা চোখে পড়ছে? দলের সদস্যরা উত্তর দিলেন, একজন মুফতি সাহেব আছেন। হুযুর বলেন, যেই হোক, আল্লাহ্ করুন সে যেন ভালভাবে কাজ করে। প্রজ্ঞাসহকারে কাজ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইউরোপের দেশগুলিতে যারা শরণার্থী হতে চেয়ে এখানে আসছেন, এক সময় এরাই তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসত। তাই যারা পরিশ্রমী তাদের এখানে ভবিষ্যত আছে। তারা নিজেদের ধর্ম ও ঐতিহ্য বজায় রেখে এখানে সমন্বিত হওয়ার চেষ্টা করুন।

বরিস লিভানচিক সাহেব একজন ক্যাথলিক খৃষ্টান, যিনি সপরিবারে জলসায় এসেছেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আমি বিশ্ব জামাত আহমদীয়ার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি এবং আমার পরিবারকে এই মহান জলসায় আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ধরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি এই জলসার বক্তব্যগুলি যথাসাধ্য মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে খলীফাতুল মসীহ্‌র প্রাঞ্জল কথা, আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর আমাকে অভিভূত করেছে।

তিনি বলেন: জলসা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, থাকা-খাওয়া, যাতায়াত ঈর্ষণীয় পর্যায়ের উন্নত ছিল। এখন আমি আন্তরিক প্রশান্তি, ভালবাসা ও এই আশা নিয়ে বোসনিয়া ফিরে যাচ্ছি যে ভবিষ্যতেও এই সুন্দর জলসায় অংশগ্রহণ করার তৌফিক লাভ করি।

এক ভদ্রলোক হুযুরকে প্রশ্ন করেন যে বালকান প্রদেশে মুসলমানদের ভবিষ্যত কি?

এর উত্তরে হুযুর বলেন: পরিশ্রম করুন এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করুন। কুরআন করীমের শিক্ষামালা অনুশীলন করুন। মুসলমান জাতি এটিকে ভুলে বসেছে। পরিশ্রমের সঙ্গে যদি সততাও থাকে তবে উন্নতির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। রসূল করীম (সা.) যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণের সংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁকে মান্য করুন। দেখবেন, আপনার উন্নতি হবে। আমরা তো বোঝাবার চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের কাছে তো প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানদের তুলনায় আমরা সংঘবদ্ধ এবং ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছি।

ফারুখ দরমেচ সাহেব বলেন: এটি আমার প্রথম জলসা ছিল। জলসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অংশগ্রহণকারী এবং কর্মীদের নিষ্ঠা আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম দেখে যে সারা পৃথিবীতে এত সংখ্যক মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছেন, কিন্তু কোথাও কোনও অপ্রিয় ঘটনা ঘটেনি। আপনাদের জামাত সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বিশেষ করে সারা বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় তরবীয়তের বিষয়ে এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদিতে পথ দেখাচ্ছে। আমি আপনাদের জামাতকে এই অসাধারণ জলসার সফল আয়োজনের জন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি আর জামাতের আরও উন্নতির জন্য দোয়া করছি।

ইয়াসমিন স্পাহিচ একটি স্থানীয় এন.জি.ও-এর সদর ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বোসনিয়ায় জমাতের সঙ্গে যৌথভাবে জনসেবামূলক কাজ করেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: বিগত তিন বছর ধরে আমি জলসায় অংশগ্রহণের তৌফিক পচ্ছি। এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আমি খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ পাচ্ছি। খলীফাতুল মসীহ্‌কে দেখা, তাঁর নৈকট্য লাভ করা এক বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুভুতি। এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাটানো কয়েকটি মুহূর্ত আমার জীবনের বর্ণময় স্মৃতি হয়ে থাকবে। ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রতিফলিত হচ্ছিল তাঁর ভাষণগুলিতে। এছাড়াও হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তা মন ছুঁয়ে গেছে। এই কাজটিই তো আঁ হযরত (সা.) করতেন। আমি খোদা তা'লার নিকট দোয়া করছি যে আগামী বছরের জলসা যেন এর থেকেও উন্নত হয় আর তা মুসলমান জাতির মধ্যে শক্তি ও একতা সৃষ্টির কারণ হয়।

বোসনিয়ার স্থানীয় মুয়াল্লিম হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট তাঁর পিতা ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিয়ে বলেন, আমি কিভাবে জামাতের সেবা আরও ভালভাবে করতে পারি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করুন। দোয়া এবং পরিশ্রম করুন। আপনি যা কিছু অর্জন করতে পারেন একমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই করতে পারেন। পাঁচ ওয়াক্তের নামায ছাড়াও অতিরিক্ত এবং তাহাজ্জুদের নামাযও পড়ুন। জামাতের বই-পুস্তক অধ্যয়ন করুন এবং ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

আরমিন মুযকিশ যিনি একজন পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসেবে কাজ করেন, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: জলসা এবং যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিজেই এক বিরাট অভিজ্ঞতা। জার্মান জামাতের আতিথেয়তা এবং ইসলামের সেবার জন্য তাদের ব্যকুলতা ও ত্যাগস্বীকারের স্পৃহা আমাকে প্রভাবিত করেছে। জলসার বক্তৃতাগুলি খুবই উচ্চমানের ছিল আর সেগুলিতে বর্ণিত বিষয়গুলি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে। অনুরূপভাবে অতিথিদের জন্য থাকার ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যবস্থাও বেশ উন্নত ও আরামদায়ক ছিল। এইকথাগুলি আমি আন্তরিকভাবে এবং দোয়া সহকারে লিখছি।

ইলমা কেরেমিশ নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আতিথেয়তা এবং জলসার ব্যবস্থাপনা আমাকে আশ্চর্য করেছে। আমার ছুটির দিনগুলি এমন মানুষদের সঙ্গে কেটেছে যাদের মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকত। আর এটি এমন একটি পরিবেশ ছিল যেখানে প্রত্যেকেই মনে করতে পারে যে সে যেন নিজের বাড়িতেই অবস্থান করছে।

একজন অতিথি মি. স্টিগ নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: এটি একটি চমৎকার ভাষণ ছিল। আমি এর পূর্বে কখনো কাউকে ইসলাম সম্পর্কে এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখি নি। খলীফা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করেছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উপদেশ দিয়েছেন। বর্তমানেও এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও এই বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খলীফা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে শান্তির কথা বলছিলেন। আমি তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করি।

* মিসেস সিবিল্লা নামে একজন মহিলা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফা যে বাণী দিয়েছেন এটিই হল সেই প্রকৃত বাণী যা প্রত্যেক ধর্ম নিজেদের সূচনাতে দিয়েছিল। এটিই প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক শিক্ষা । খলীফা সকলকে একটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করছেন। তাঁর কথা শুনে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, পৃথিবীর সমস্যাবলীর কারণ ধর্ম নয়। যদি মুসলমানদের সাথে আমাদের মতভেদ থাকে তবে তা ধর্মীয় না বরং সাংস্কৃতিক। খলীফা অত্যন্ত সরল ভাষায় বার্তা দিচ্ছেন যে, পরস্পরের

প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও এবং পারস্পরিক ভেদাভেদ থেকে বিরত থাক। শান্তির জন্য খলীফার প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত সম্মানে দৃষ্টিতে দেখি।

আজকের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানা ছিল আজকে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কুরআন পড়ার চেষ্টা করব। ভবিষ্যতের বিষয়ে খলীফা আমার মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছেন।

* গোরাম নামে একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ চমৎকার ছিল। এত সংখ্যক পার্লামেন্টের সদস্য দেখে আমি বিস্মিত হই। এটি প্রমাণ করছে যে, পার্লামেন্টের এই সকল সদস্যগণ তাঁকে এবং তাঁর আন্দোলনকে সমর্থন করছে। খলীফাকে দেখা এবং শান্তির বাণী শোনা সুখকর অনুভুতি ছিল। খলীফার বাণী বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। খলীফাকে দেখে প্রতীত হয় যে, তিনি অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। খলীফা যা কিছু বলেছেন কুরানের আয়াতের আলোকে বলেছেন। যেটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যা কিছু বলছেন তা ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ। কুরআনের শব্দগুলি নিজের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ রাখে।

আমি আশ্চর্যান্বিত ছিলাম যে, তিনি শরণার্থী সংকটের বিষয়ে এতকিছু বললেন। কেননা অধিকাংশ ধর্মীয় নেতাগণ এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে চলেন। আমি এই বিষয়ে অবহিত ছিলাম না যে, কোন মহিলাকে হাসপাতালে চিকিৎসা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। এর থেকে তাঁর জ্ঞানের ব্যপকতা প্রমাণিত হয় এবং একথা প্রমাণ করে যে তিনি আমাদের প্রতি কতটা যত্নবান।

খলীফা বলেছেন যে, যদি শরণার্থীরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তবে এর মন্দ পরিণাম প্রকাশ পাবে। খলীফা বিশ্বকে সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করতে চান। এটি একটি প্রশংসনীয় কাজ। তিনি আমাদেরকে সর্তক করেছেন যে, যদি উভয় পক্ষই শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তবে ধারাবাহিক বিপর্যয় আরম্ভ হতে পারে।

আমি একথাও বলতে চাই যে, আপনাদের নেতা একজন সুবক্তা। তার বাচনভঙ্গি আমাকে উদ্বেলিত করেছে। আপনারা তাকে হুযুর বলেন, আমি কিন্তু তাঁকে বাদশাহ বলে সম্বোধন করতে চাইব।

* গুন্নার হেন্ড্রিকসন নামে একজন অতিথি নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন: খুব সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। খলীফা শরণার্থী সংকট সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা চমৎকার ছিল। খলীফা অত্যন্ত প্রজ্ঞপূর্ণ কথা বলেন। তিনি সত্য কথা বর্ণনা করেন। আমার ইচ্ছা, সমস্ত মুসলমানদের খলীফার মত একজন নেতা থাকত যিনি তাদেরকে শান্তি ও সত্যের দিকে আহ্বান করতেন। কেবল একটি প্রশ্ন করতে চাই যে, আপনাদের মহিলারা কোথায়?

* একজন পুলিশ অফিসার যার নাম হল অ্যারোন, তিনিও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: খলীফার ভাষণ প্রভাব ফেলেছে। খলীফা সঠিক কথা বলেছেন যে, আমরা সুইডেনেও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি এবং নিরাপদ নই। আমি আজ পর্যন্ত যতগুলি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি সেগুলির মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি সবথেকে বেশি শান্তিপূর্ণ ছিল। ইসলামী নেতার শান্তির বাণী শোনার জন্য বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছিল। এখানে আসা সম্মানের বিষয় কেননা, তিনি অবশ্যই একজন মহান নেতা।

খলীফা বলেছিলেন যে, আমাদেরকে পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যমত গড়ে তুলে সমস্যার সমাধান করতে হবে। শরণার্থী সংকট একটি অনেক তীব্র সংকট। খলীফা আমাদেরকে এই সম্পর্কে বলেছেন যে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। নিশ্চিতরূপে আজ আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখলাম।

পার্লামেন্টের সদস্য মি. ওয়াল্টার নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: শরণার্থী সংকট প্রসঙ্গে খলীফার বিশ্লেষণ আমার খুব ভাল লেগেছে। এটি বর্তমান সময়ের বিষয়। খলীফার চিন্তাধারা সম্পর্কেও আমরা অবগত হলাম, এটি আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। খলীফা বলেছেন উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব হল নিজেদের আসল প্রতিশ্রুতি ও আবশ্যিক করণীয়গুলিকে পুরণ করা। খলীফা যেখানেই যান শান্তির প্রসার করেন।

পার্লামেন্টের সদস্য মি. বেং নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমাদের জন্য অনেক গর্বের বিষয় যে, পৃথিবীর একজন মহান নেতা সুইডেনে পদার্পণ করেছেন।

তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের উল্লেখ করে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি ছিল এক মহান ব্যক্তির মহান ভাষণ। বিশ্ব-নেতাদের উচিত শান্তির জন্য চেষ্টা করা এবং নিজেদের জাতিকে ভালবাসার তির দ্বারা বিদ্ধ করা। খলীফার এই বাণী কেবল সুইডেনের জন্যই নয়, বরং পুরো ইউরোপ ও বিশ্বের জন্য। খলীফা শরণার্থীদেরকেও স্মরণ করিয়েছেন যে, তারা যেন স্থানীয় সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। হুযুর নিশ্চিতভাবে আমাকে এবং আমার পার্লামেন্টের সঙ্গীদের অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য করেছেন।

* জর্গান কার্লসন নামে একজন পুলিশ অফিসার নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আমি নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু এখানে এসে আমি দেখলাম খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি বলেন: খলীফার এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য বিরাট সম্মানের বিষয়। এই সংকটময় যুগের প্রেক্ষিতে খলীফার বাণী অনেক গুরুত্ববহ। যুগ খলীফার মত একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝে বিরাজ করবেন যিনি মানবীয় সহানুভুতির গুরুত্ব উপলব্ধি করাবেন, এই বিষয়টির খুবই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

* একজন অতিথি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। মন চাইছিল যে, এই ভাষণ যেন শেষই না হয়।

* অনুরূপভাবে একজন সুইডিশ মহিলা মিস আন্না সাহেবা তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বলেন: অনেকেই সত্যবাদী হওয়ার দাবী করে, কিন্তু আপনার কাছে তখনই সত্য উদ্ঘাটিত হয় যখন আপনি তার কথা শুনেন। আজ সন্ধ্যায় আমি কেবল সত্য কথাই শুনেছি।

* একজন অতিথি নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেন: শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে কথা শুনে খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে একজন মুসলমান নেতার পক্ষ থেকে শান্তির বার্তা শুনে খুব ভাল লাগল। আমার ইচ্ছা, সমস্ত মুসলমানদের চিন্তাধারা আহমদী মুসলামানদের ন্যায় হয়ে যাক। আমি আশা করি এইভাবে মধ্য-পূর্বে এবং অবশিষ্ট বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী একজন সুইডিশ অতিতি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমার মতে খলীফা তাঁর বক্তব্য অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে লিখেছিলেন। কেননা, তিনি সুইডেনের অভ্যন্তরিন পরিস্থিতি সম্পর্কেও ভালভাবে অবগত ছিলেন। এখানে সুইডেনে বিদ্যমান শরণার্থী সংকট সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। খলীফা বলেছেন যে, শরণার্থীদের উপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। এটি এমন একটি বিষয় যা সুইডিশ রাজনিতিকরা কখনো উচ্চারণ করেন না।

*একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার বক্তৃতা উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ছিল, কেননা এই বক্তৃতায় সুইডেনের পরিস্থিতির উপরও গভীর দৃষ্টি ছিল বলে প্রতীত হয়। বিশেষ করে অভিবাসীদের বিষয়টি আকর্ষণের কারণ ছিল। সুইডেনে অভিবাসীদের প্রবেশ প্রসঙ্গে খলীফার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হল অভিবাসীদেরকে এখানকার সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং সুইডিশ নাগরিকদেরকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। এই কথাটি খুবই উত্তম ছিল। সুইডেনে কোন রাজনিতিক এমন কথা বলে না।

* একজন নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমার জন্য একটি খুবই ভাল অনুষ্ঠান ছিল। ইসলাম এবং আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে আমি একটি নতুন রূপরেখা লক্ষ্য করলাম। যদি বেশি পরিমাণ মানুষ আপনার কথা শোনে তবে পৃথিবী উন্নত জায়গা হতে পারে।

* একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আজ আমি অনেক কিছু শিখতে পেলাম। এটি অনেক কার্যকরী ভাষণ ছিল বরং এর থেকেও বেশি। এর থেকে আশার আলো সঞ্চারিত হয়। এখানে খলীফার আগমণে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। খলীফার বাণী আমাদের মনে চেতনা জাগিয়েছে যে, আমরা যেন কোন বিবাদ দেখার পর নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাওয়ার আশায় চোখ বন্ধ করে না থাকি। এটি একটি সদর্থক বার্তা ছিল। আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ।

* একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি একটি দারুন অভিজ্ঞতা ছিল। আমি মালমো মসজিদে আসার জন্য আমন্ত্রিত হয় খুবই আনন্দিত হই। কিন্তু এখানে অংশ গ্রহণ করে আমার খুশির অন্ত নেই। আমি বেশ প্রভাবিত হয়েছি। আমি খলীফার বার্তা শুনেছি। আমি এর মধ্যে প্রজ্ঞা, ভালবাসা ও শান্তির বাণী পেয়েছি। এটি কেবলই ভালবাসার বাণী। খলীফা ভাষণ দিতে থেকেছেন আর আমি প্রভাবিত হতে থেকেছি।।

* একজন অতিথি বলেন: সকলকে একস্থানে সমবেত করার বাসনা খুবই ভাল। কেননা কেননা বর্তমান পৃথিবীতে এমন সব শক্তি কাজ করছে যা মানুষকে মানুষ থেকে দূরে করে দিতে চায়। সকলকে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় আপনারা সার্বিকভাবে সফল হয়েছেন। কেননা আমরা পরস্পর মিলিত হলে আমাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হয় এবং আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

ঘটে। আমরা হিংসা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়ার উৎসাহ পাই। ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নয়। আমরা মিলিত হওয়ার ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ে। এইভাবে শান্তি ও সৌহার্দ্যর বাণীর প্রসার করতে পারি।

*একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি আনন্দিত যে আপনারা আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খলীফার কথা আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি যে বিষয়ের উপর কথা বলেছেন তাতে আমি আনন্দিত। মুহাজির বা অভিবাসীদের দায়িত্বাবলী, সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য এবং সুইডিশ জাতির এই সকল মুহাজিরদের প্রতি কেন যত্ন হওয়া উচিত, এসব সম্পর্কে এখানকার অধিকাংশ ধর্মীয় নেতাগণ আলোচনা করে না। এটি বস্তুনিষ্ঠ ভাষণ ছিল। তাঁর ভাষণে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব ছিল যে, মুহাজিররা যেন সমাজের অংশ রূপে মিলিত হয়ে যায় এবং এর পাশাপাশি সুইডিশ সমাজ ও রাজনৈতিকদের উদ্দেশ্যেও এই বার্তা ছিল যে, সমাজকে কিভাবে উন্নততর করা যায়।

* একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া জানান: এটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক বিষয় যে, একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির ভাষণ আমাদের কেবল পছন্দই হচ্ছিল তা নয় বরং ভাষণের প্রভাব হৃদয়কে স্পর্শ করছিল। এটি আমাকে অনেক শক্তি জুগিয়েছে আর পৃথিবীতে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এমন সব সমস্ত পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার জন্য আমার মধ্যে একটি নতুন উদ্যমের সঞ্চার করেছে। আমরা সেই সকল সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে পারি। ইউরোপের প্রতিবেশী দেশগুলিতে যুদ্ধ-পরিস্থিতির কারণে মুহাজিরদের সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদি আমরা সকলে " ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর তরে"-র বাণীর প্রতি কর্ণপাত করি এবং এর উপর অনুশীলন করি তবে এই সমস্যাটিরও সমাধান হতে পারে।

একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দিত। আমার মতে খলীফার বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বার্তা শান্তি, ভালবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণী। প্রত্যেকের এই বাণীর উপর অনুশীলন করা উচিত। আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি এক নতুন উদ্যম পেয়েছি।

একজন অতিথি বলেন: যখন আপনি জামাতে আহমদীয়ার উদ্দেশ্য এবং এর পৃষ্ঠভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং পৃথিবী জুড়ে খলীফা ও আহমদীদের সেবার দিকে নজর দেন তখন আপনি কেবল ইসলামের গুণাবলী বুঝতে পারবেন।

একজন অতিথি বলেন: পরমত সহিষ্ণুতা এবং অপরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমেই যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই বিষয়ে খলীফার বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে শরণার্থী সমস্যা প্রসঙ্গে এ কথাটি খুবই ভাল লেগেছে যে, ঐ সকল শরণার্থীদেরও দায়িত্ব হল স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানানো এবং সমাজের কল্যাণকর অংশে পরিণত হওয়া। খলীফা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে উপলব্ধি তৈরী করেছেন যে তারা যেন শরণার্থীদের সংকটের সময় তাদের সহায়তা করে এবং তাদের কাছ থেকে বেশি চাহিদা না করে। খলীফা হলেন শান্তির প্রতীক। আমি তাঁর কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি।

* ইরাক থেকে আগত একজন খ্রীষ্টান শরণার্থী সালাম সাহেবও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার কথা খুব ভাল ছিল। তিনি কেবল শান্তি ও পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়ে কথা বলেছেন। আমি ইরাকে কখনো এমন কথা শুনিনি। সেখানে মানুষ ইসলামের সেই চিত্র উপস্থাপন করে না যা আপনাদের খলীফা এখানে উপস্থাপন করছেন। যদি ইরাক খলীফার কথা শুনত তবে আমাদেরকে আজ দেশ ত্যাগ করে এখানে আসতে হত না আর এখানে সুইডিশদের সামনে ভিখারী হয়ে থাকতে হত না। এখানকার সুইডিশরা মনে করে যে, আমি কোন অধিকার আদায় করতে এসেছি। এই অনুভূতি খুবই পীড়াদায়ক। পৃথিবীতে বিরজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খলীফা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন। আপনাদের জামাত সমস্ত মুসলিম দল অপেক্ষা শ্রেয়।

* একজন অতিথি জন উইন ফল্ট নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। এর কারণ হল, খলীফার কথা গুলি হৃদয় থেকে উদ্ভূত এবং তা হৃদয়ে প্রভাব ফেলে। রাজনীতিকরা মানুষকে খুশি করার জন্য কথা বলে। কিন্তু খলীফা প্রকাশ্যে এবং সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলেন। খলীফা কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেছেন। আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। আমি এবিষয়ে একমত যে, মুহাজিরদেরকে নতুন দেশে এসে এই দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। আর প্রশাসন তাদের কাছে কি প্রত্যাশা রাখে সে সম্পর্কেও প্রশানের উচিত শরণার্থীদেরকে সচেতন করা। খলীফা বলেন উভয় পক্ষ থেকে সদর্থক আচরণের উপরই শান্তি নির্ভর করছে। মুহাজিরদেরকে আমাদেরও উচিত স্বাগত জানানো। রাজনৈতক বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এই কারণে শরণার্থী সমস্যার উপর অসংখ্য প্রবন্ধ পড়েছি। কিন্তু আমি খলীফার মত কার্যকরী বিশ্লেষন কখনো পড়িনি। অনেক মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

* একজন অতিথি যার নাম ইভা লফজ্রেম, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: ১৯৭০ সাল থেকে আমি আহমদীদেরকে চিনি ও জানি। পশ্চিম আফ্রিকায় থাকাকালীন আমি কিছু আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। আমি আপনাদের খলীফার প্রতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি সুইডেন সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। তিনি এমন অনেক কিছু বলেছেন যা সম্পর্কে আমি মোটেও জানতাম না। খলীফা রাজনৈতিক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখলেন এবং সমস্যার সমাধান বলে দিলেন। আমি তাঁর কথার উপর শতভাগ একমত। খলীফা ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করেছেন। শরণার্থী সমস্য প্রসঙ্গে তিনি গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখেন। তার এই কথা পুরোপুরি ঠিক যে, উভয় পক্ষকে একে অপরের প্রতি সম্মান জানানো উচিত। আমি বৈচিত্রতার বিষয়ে বক্তব্য রেখে থাকি এবং অনেক মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি মনে করি যে, আপনাদের খলীফা মুসলমানদের জন্য একজন আদর্শ। খলীফা তাঁর সমস্ত বক্তব্য কুরআনের উদ্ধৃতির সহকারে উপস্থাপন করছিলেন। এই বিষয়টি বেশ চমৎকার ছিল। খলীফা জাতিসংঘের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আমার অনেক নিকট বন্ধু ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে। এখন আমি এখান থেকে গিয়ে তাদের সম্মুখে ইসলামের স্বরূপ উপস্থাপন করব এবং বলব যে ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাকে এই ভাষণের ইউটিউব লিঙ্ক পাঠিয়ে দিন, আমি আমার সমস্ত বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিব।

২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯

কৃতী ছাত্রদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর বলেন: বর্তমান যুগে আল্লাহ তা'লা মানুষকে যে সমস্ত আধুনিক আবিষ্কারের তৌফিক দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল টিভি আবিষ্কার। যার বড় বড় পর্দায় প্রয়োজনে মহিলাদের দিকেও পুরুষদের দিক থেকে বিভিন্ন বক্তৃতা ও অনুষ্ঠানের চিত্র-ধ্বনি পৌঁছে যায়। আবার যখন পুরুষদের দিকে যুগ খলীফার ভাষণ হয়, তখন মহিলাদের মধ্যে টিভির পর্দার মাধ্যমে তা দেখা ও শোনা যায়। আর এটি মহিলাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু জলসার আয়োজকরা যুগ খলীফার ভাষণ মহিলাদের দিকেও রাখেন, কেননা মহিলাদের পক্ষ থেকে দাবি থাকে যুগ খলীফা যেন তাদের সামনে সরাসরি ভাষণ দেন। লাজনাদের এই দাবি পূর্ণ করার জন্য আমি সাধারণত ছোট জামাতের জলসাগুলিতেও লাজনাদের সামনে সরাসরি ভাষণ দিয়ে থাকি। আর আজ এই মুহূর্তে আমি এখানে আপনাদের সামনে সরাসরি ভাষণ দেওয়ার জন্যই এসেছি। আমরা কুরআন করীমে দেখতে পাই যে সাধারণত পুরুষদেরকে যে যে বিষয়ের নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে মহিলারাও সামিল আছে। অতএব প্রাথমিক বিষয়গুলি সম্পর্কে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যও পুরুষদের ভাষণটিই যথেষ্ট হওয়া উচিত, যদি সত্যিকার অর্থে সেই সব উপদেশাবলী মেনে চলার প্রতি মনোযোগ থাকে। আবার এখানে কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলাকে পৃথক পৃথকভাবেও সম্বোধন করেছেন। কিন্তু মোদ্দা কথা একটিই- কুরআন করীমে কিছু নির্দেশ এমন রয়েছে যেগুলি কেবল মহিলাদের উদ্দেশ্যে। যাই হোক যদি মৌলিক বিষয়গুলির উপর মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির উপর আমল করা হয়, তবে পুরুষ ও মহিলাদের

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

জন্য যে কয়েকটি নির্দেশ রয়েছে সেগুলির আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যা রয়েছে। কিম্বা কিছু নির্দেশ মহিলা ও পুরুষদের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। যদি আমল করার সদিচ্ছা থাকে, তবে সেগুলি ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় আর ভিত্তির কারণে পুরুষদের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে, মহিলারাও সেই নির্দেশ পালন করতে আরম্ভ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি মৌলিক বিষয়ের উপর আমল না করা হয় যেগুলি খুতবাতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, পুরুষদের বক্তব্যে বলা হয়ে থাকে, বা সচরাচর বিভিন্ন ভাষণে বর্ণনা করা হয়, তবে লাজনাদের উদ্দেশ্যে এই যে পৃথক বক্তব্য করা হচ্ছে, এটিও কোনও উপকারে আসবে না। যাইহোক এটাও ঠিক যে কাউকে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বললে তার প্রভাব বেশি হয়। আর এই কারণেই যুগ খলীফারা এই পন্থা অবলম্বন করে এসেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনেক সময় বা বলা যায় অধিকাংশ সময় এমন হয় যে মহিলাদের ভাষণেও এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করা হয় যা পুরুষদের জন্যও সমানভাবে জরুরী। কিন্তু যেমনটি আমি বললাম, মহিলাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দেওয়ার উপযোগীতাও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর লাভটি হল, যদি পুরুষদের উপর সেই সব কথার কোনও প্রভাব না পড়ে, তবে অন্ততঃপক্ষে মহিলাদের উপর যেন তার প্রভাব পড়ে। পরিবারের কোনও একজন ব্যক্তি সেই কথাগুলি শুনে আমল করার চেষ্টা তো করছে। আর এটাই দেখা যায় যে, মহিলাদের উপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। এই কারণে আমি কখনও একথা বলতে পারি না যে মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়া সময় অপচয় করা বা অনর্থক। যেমনটি আমি বলেছি, প্রায় দেখা যায় যে, মহিলাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দিলে তাদের উপর কেবল প্রভাবই পড়ে না, বরং তাদের মধ্যে অসাধারণ ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা যায়। এছাড়াও সরাসরি ভাষণ দেওয়ার আরও একটি উপকার এবং আর তা এজন্যও আবশ্যক যে, মহিলাদের কক্ষে নবপ্রজন্ম বেড়ে ওঠে। তাদের উন্নত তরবীয়তের ক্ষেত্রে মায়েদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আর যখন মহিলাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি ভাষণ দেওয়া হয়, তখন তারা নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়। তবে কিছু একগুঁয়ে মহিলাও রয়েছে যাদের উপর এসবের কোনও প্রভাবই পড়ে না, তারা একথাই বলে যে, সেই পুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। এই ভূমিকার অবতারণা এজন্য করতে হল যে আপনারা যেন সেই কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা করেন যা আমি এখন আপনাদের সামনে সংক্ষেপে বলতে যাচ্ছি। এজন্য নয় যে আমি এখানে এসে ভাষণ দিলাম আর আপনারা তা শুনে বাড়ি চলে গেলেন- আবার সেই সন্ধ্যা হল, সকাল হল, না ধর্ম থাকল না তার প্রতি কোনও ভ্রুক্ষেপ। যাইহোক, যারা একথা বলে যে সেই সব পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কুরআন করীম , হাদীস , রসূল করীম (সা.)-এর সুন্নত ও আদর্শ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর নির্দেশাবলী কখনও পুরোনো হয় না। সব সময় এগুলি নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি করার কারণ হয় আর আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদানকারী হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে আমি একথাও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, এই দুর্বলতাগুলি কেবল মহিলাদের মাঝেই রয়েছে যে কারণে আমি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছি-এমনটি ধারণা করার কোনও কারণ নেই। এমন দুর্বলতা পুরুষদের মাঝে হয়তো মহিলাদের থেকেও বেশি আছে। আর প্রায় স্থানে এই দুর্বলতা প্রকাশ্যে এসে যায়। অতএব পুরুষদেরও উচিত এইকথাগুলি শোনার পর আত্মপর্যালোচনা করা, যাতে তারা বাড়ি গিয়ে মহিলাদেরকে একথা না বলে যে, দেখ, তোমাদের মধ্যে এই এই দোষ-ত্রুটি ছিল, তাই তোমাদের উদ্দেশ্যে এই ভাষণ দেওয়া হয়েছে। বরং এখান থেকে আমি উভয়কে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এই কারণেই আমি এসব কথাগুলি বর্ণনা করছি। অতএব পুরুষদের আত্মপর্যালোচনা করতে থাকা উচিত। আমি সচরাচর যতটা পুরুষদের উদ্দেশ্যে কথা বলি, যদি পুরুষেরদের অধিকাংশ সেগুলি শুনে আমল করতে শুরু করে, তবে মহিলারা তাদের দৃষ্টান্ত দেখেই নিজেদের সংশোধন করতে পারবে, তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই মুহূর্তে এখানে বসবাসকারী আহমদীদের অধিকাংশই এমন যারা পরিস্থিতির কারণে, বিশেষ করে ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান থেকে হিজরত করে এসেছে। আর্থিক কারণেও হিজরত করে থাকলে তাদের সংখ্যা নগণ্য। কিছু শিক্ষিত মানুষ ছাড়া অধিকাংশই এখানকার প্রশাসনের কাছে পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাবকেই এদেশে হিজরত করে আসার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। আর এখানকার প্রশাসন মুষ্টিমেয় ইসলাম বিরোধীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আপনাদেরকে এখানে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম অনুশীলন করার সুযোগ দিয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে দুটি কথা সব সময় মনে রাখা উচিত। প্রথমত, এই দেশগুলির সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন যারা আপনাদের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। যেখানে আমরা স্বাধীনভাবে নামায পড়তে পারি এবং তবলীগও করতে পারি। অতএব এদেশের উন্নতির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত যে কিভাবে আমরা এই দেশগুলির উপকারে আসতে পারি। আর সব থেকে বড় যে উপকারে আমরা আসতে পারি তা হল এদেরকে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা এবং তবলীগ করা। এমন ধ্যান-ধারণা সঠিক নয় যে মহিলারা তবলীগের সুযোগ পায় না। তারা অবশ্যই সুযোগ পায় আর অনেক বেশি পরিমাণে পায়। এর জন্য কর্মসূচি তৈরী করা উচিত। অতএব ইসলামের সঠিক বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটি পন্থা, যার ফলে মুসলমানদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে যে অকারণ বিরোধীতা করা হয় এবং আঁ হযরত (সা.)-এর নামকেও হাসি-বিদ্রুপের লক্ষ্য বানানো হয়, সেই ধারা ব্যহত করা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল যেহেতু ধর্মীয় কারণে আমরা এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছি, কাজেই নিজেদের ধর্মীয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকে ইসলামের শিক্ষাসম্মত করে তোলার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা করেছেন, তা পুরণের চেষ্টা করুন। তিনি (আ.) আমাদের নিকট কি চান তা প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

সব সময় স্মরণ রাখবেন, আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করেছি, কারণ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন আর আঁ হযরত (সা.) এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে শেষ যুগে মসীহ মওউদ যখন দাবি করবেন, তখন তাকে মান্য করো এবং তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ো। এমনকি তিনি এও বলেছেন যে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। কেননা আগমণকারী মসীহ ও মাহদী ইসলামের শিক্ষা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর আনীত ধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আসবেন। ইসলামের যে সৌন্দর্যকে মুষ্টিমেয় স্বার্থলোভী উলেমা কালিমালিপ্ত করেছে, সেই সৌন্দর্যকে সমুজ্জ্বল করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তিনি আসবেন। তাঁকে মান্য করো যাতে তোমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হও। মসীহ মওউদ-এর আগমণে ইসলামের পুনরুত্থান হবে, এক নতুন যুগের সূচনা হবে। ইসলামের যে অপরূপ সুন্দর শিক্ষাকে পীর, ফকির ও তথা-কথিত আলেমরা বিকৃত করে যথেচ্ছভাবে নিজেদের মত করে ব্যবহার করেছে, আল্লাহ্‌র বিশেষ পথ-প্রদর্শনে তার স্বরূপ মসীহ মওউদ পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করবেন। অতএব, মসীহ মওউদ কে গ্রহণ করা এবং তাঁর উপদেশ ও নির্দেশাবলী মেনে চলা কোন সাধারণ বিষয় নয়। বরং এটিই প্রকৃত ইসলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের প্রত্যেককে তাঁর কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং মেনে চলা উচিত। অন্যথায় তাঁর বয়আত গ্রহণের দাবি অসার প্রমাণিত হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আমি ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী। তোমরা যদি আমার হাতে বয়আত করে এবং আমাকে খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট মনে করে আমার নির্দেশাবলী মেনে না চল, আমার সিদ্ধান্ত ও উপদেশাবলীর মেনে না চল তবে নিজেদের ঈমানের বিষয়ে চিন্তিত হও।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আমাদের অনেক চিন্তা করা উচিত। একদিকে আমরা নিজেদের দেশ ছেড়ে এদেশে এজন্য এসেছি যে আমাদেরকে নিজেদের ঈমান অনুযায়ী আমল করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, অপরদিকে আমরা এখানে এসে ভুলে যাই যে, যে ঈমানের কারণে এখানে হিজরত করে এসেছি সে বিষয়েই অমনোযোগী হয়ে পড়ি, জগতের আড়ম্বর দেখে ভুলে যাই যে আমাদের ঈমান আমাদের কাছে কি দাবি করছে? আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর যে নিষ্ঠাবান প্রেমিককে মান্য করেছি এবং যাঁর হাতে বয়আত করে এই অঙ্গীকার করেছি যে আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর হাতে বয়আত করে ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করব, এরজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব, নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনব, খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করব; কিন্তু এখানে এসে জগতের মোহে কেবল এদিকেই মনোযোগী হয়ে পড়ি যে কিভাবে বেশি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা যায়, সম্পদ অর্জন করা যায়!

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বার বার আমাদের যে বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন সেটি হল আমরা তাঁর বয়আত করার পর আল্লাহ্ প্রতি যেন মনোযোগী হই। কেবল লোকদেখানো মনোযোগ নয়, বরং সত্যিকার অর্থে মনোযোগ থাকা উচিত। কালকের খুতবায় আমি একথার উল্লেখ করেছিলাম যে কিভাবে মনোযোগ দিতে হবে এবং কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন হবে। নিজেদের নামাযগুলি যত্নসহকারে পড়ুন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 14 Nov, 2024 Issue No.46

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২পাতার পর....

‘ফাতহাম মুবীনা’–র অর্থ হুদায়বিয়ার সন্ধি নয় বরং মক্কা বিজয়

এই আয়াতের সম্বন্ধে ব্যাখাকারদের মধ্যে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, বিজয়ের অর্থ হুদায়বিয়া। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাখ্যাকারক ও সাহাবা (রা.)বলেন, এর অর্থ মক্কা বিজয়। তাদের এই ধারণার সমর্থন এর দ্বারা হয়, ইবনে যার দুবিয়া বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন– আমি রসুল করীম (সা.) এর নিকট থেকে শুনেছি, ‘ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা’–র মধ্যে যে বিজয়ের সংবাদ আছে তার অর্থ মক্কা বিজয়। যেরূপ স্বয়ং রসুল করীম (সা.)–এর সিদ্ধান্ত,এই জায়গায় বিজয়ের অর্থ মক্কা বিজয়।কিন্তু যদি হুদায়বিয়ার সন্ধি ধরে নেওয়া হয়, তবুও মক্কা বিজয় হুদায়বিয়অর সন্ধির ফলে হয়েছে। যদি হুদায়বিয়ার সন্ধি না হত তাহলে মক্কা বিজয় হত না।

খোদায়ী নওবতখানার আর একটি সংবাদ

এক্ষণে এই সংবাদ পাওয়া গেল শত্রুরা আসবে এবং আক্রমণও করবে এবং মুসলমানেরা জয়লাভ করবে। যদি আমরা এই ঘটনাকে দেখি যে কিভাবে সংঘটিত হয়,তাহলে আমরা জানি যে, প্রায় দেড় বছর পূর্বে নওবত খানা সংবাদ দিয়েছিল, শত্রুরা আগমণ করবে।তৎপরে যখন এই সময় নিকটবর্তী হল,তখন খোদায়ী নওবতখানা পুনরায় আক্রমণ করার সংবাদ প্রদান করল। অতএব শত্রুদের আগমণের সময় নিকটবর্তী হল, তখন হযরত মায়মুনা (রা.) বলেন, এক রাতে আমার পালা ছিল। রসুল করীম (সা.) আমার ঘরে শুয়ে ছিলেন। যখন তিনি তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠলেন ও অজু করতে বললেন এবং আমি আওয়াজ শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন, ‘লাব্বাইকা, লাব্বাইকা, লাব্বাইকা। তারপর তিনি বললেন, নুসেরতা, নুসেরতা, নুসেরতা। যখন তিনি বাইরে এলেন, তখন আমি বললাম, হে রসুলুল্লাহ্! কেউ কি এসেছিল, যার সঙ্গে কথা বলছিলেন?তিনি বললেন, হ্যাঁ, দিব্যদর্শনের মাধ্যমে খোজায়ার একজন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে চেঁচামেচি করে চলে এসে বলল, আমরা মহম্মদ (সা.) কে খোদার কসম করে বলি তোমার সাথে ও তোমার বাপ–দাদাদের সাথে আমরা চুক্তি করেছিলাম। আমরা তোমার সাথে সহযোগিতা করে আসছি। কিন্তু কুরায়েশরা আমাদের সঙ্গে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। রাতের বেলায় আমাদের উপর আক্রমণ করেছে, আমাদের মধ্যে কেউ সেজদায় ও রুকুতে থাকাকালীন অবস্থায় আমাদেরকে হত্যা করেছে। এখন আমরা তোমার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করতে এসেছি। মোটকথা আমি খোজায়ার লোকজনকে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখেছি। যখন দিব্যদর্শনের মাধ্যমে লোকজনকে আমি দেখলাম, তখন আমি বললাম, ‘লাব্বায়েক, লাব্বায়েক, লাব্বায়েক। আমি তোমাদের সাহায্য করতে উপস্থিত, আমি তোমাদের সাহায্য করতে উপস্থিত,আমি তোমাদের সাহায্য করতে উপস্থিত। তার পর আমি বললাম, ‘নুসেরতা, নুসেরতা, নুসেরতা’। তোমাদের সাহায্য দেওয়া হবে, তোমাদের সাহায্য দেওয়া হবে, তোমাদের সাহায্য দেওয়া হবে। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেই দিন সকাল বেলায় রসুল করীম (সা.) আমার ঘরে আগমণ করেন, এব তিনি বলেন, খোজায়ার সাথে এক মারাত্মক আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ধারণা করেছি, খোজায়ার সাথে মারাত্মক ঘটনা এটাই হতে পারে, তারা মক্কা মক্কার সীমান্তবর্তী এলাকায় আছে এবং মক্কাবাসীরা খোজায়াজদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। তারা খোজায়াদের উপর আক্রমণ করেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল, এটা কি সম্ভব, এত অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে কেন সন্ধিভঙ্গ করেছে। আর তারা খোজায়াদের উপর আক্রমণ করল? তিনি বললেন, হ্যা আল্লাহ্ তা’লার এক প্রজ্ঞার অধীনে তারা চুক্তিভঙ্গ করেছে, আর এই প্রজ্ঞা ছিল, রসুল করীম (সা.)–এর জন্য আক্রমণ করার অনুমতি ছিল না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! এর পরিণাম কি ভাল হবে? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ, পরিণাম ভাল হবে। মোটকথা, ঐদিন পুনরায় নওবাত খানা বেজে উঠল, আর ওদিকে এই ঘটনা ঘটল যা আমি এখন বর্ণনা করব এব রসুল করীম (সা.) আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে এই সংবাদ পেয়ে গেলেন।

বনু খোজায়া এবং বনু বকরের যুদ্ধ

এখন ঘটনা এমন হল, খোজায়া এবং বনু বকরদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল। বনু বকর মক্কা–বাসীদের সগে সর্বদা সাহায্য ও সহযোগিতা করত। খোজায়ারা কার্যত মুসলমানদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে নি। কিন্তু রসুল করীম (সা.) এর পিতামত ও প্রপিতামহদের সঙ্গে তাদের চুক্তি ছিল। সেই জন্য তাদের সাহায্য–সহযোগিতা করতেন। এমনি মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ছিল, যেহেতু রসুল করীম (সা.) এর পিতামহ ও প্রপিতামহদের সাথে সম্পর্ক ছিল। যখন এই সন্ধি হল, তারা এমনিতে সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত। কিন্তু এই সন্ধির পর বনু বকরের বুঝল এখন এরা অলস থাকবে। এখনই তাদের মারার সুযোগ। সুতরাং তারা মক্কার লোকজনদের কাছে গেল এবং তাদের বলল, এটা খুব ভাল সুযোগ কেননা, সন্ধি হয়ে গিয়েছে। তারা তো ভাবতেই পারে না, আমরা তাদের মারব। এই সময় আমাদের সাহায্য করলে আমরা তাদের ধ্বংস করতে পারি। মক্কাবাসীরা বলল, খুব ভাল কথা। তোমরা আমাদের সব সময় সাহায্য করেছ, আমরা তোমাদের সাহায্য করব। সুতরাং পরস্পর পরামর্শ করার পর এক অন্ধকার রাতে তারা পরিকল্পনা করে সিদ্ধান্ত নিল, রাতেই আক্রমণ করব। মক্কার সৈন্য–সামন্তরা আমাদের সাথে এসে যাবে। কেউ চিনতে পারবে না, মক্কাবাসীরা মাঝখানে উপস্থিত আছে। এটাই বলবে বনু বকরদের লোক। তারপর গোপনে তাদের মেরে চলে আসব। তারা কোন ধারণা করতে পারবে না। অতএব, যে রাত নির্দিষ্ট ছিল, সেই রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে বনুবকরদের সৈন্য ও কুরায়েশদের সৈন্যরা সেখানে গিয়ে আক্রমণ করল। এই দিকে ইঙ্গিত করে তারা বলল, আমরা সিজদা করছিলাম, রুকুতে গিয়েছিলাম, অথচ তারা মুসলমান ছিলেন না? মাত্র কয়েখজন মুসলমান ছিলেন। তারা অতিরঞ্জিত করে বলেন, আমাদের রুকু ও সেজদা করা অবস্থায় মারা হয়েছে। তারা তো এই আশা করে বসেছিল, আমরা পারস্পরিকভাবে দশ বছরের সন্ধি করেছি। এখন আমাদের উপর আক্রমণ করার কোন আশঙ্কা নেই। কেউ কাউকে কটাক্ষ করবে না। কিন্তু হঠাৎ কোরায়েশ বনু বকর একত্রিত হয়ে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করল এব খোজায়াদের মারতে আরম্ভ করল। যারা পালাতে পারল পালিয়ে গেল এবং অবশিষ্টা যারা নিজ কুঁড়ে ঘরে ছিল, তারা মারা পড়ল। কিন্তু রাতের বেলায় যে কোন শব্দ বাইরে চলে যায়। কিছু লোকের মুখ নিঃসৃত শব্দ বেরিয়ে পড়ল। তখন খোজায়ারা জানতে পারল, কোরায়েশরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অতএব তারা সকালে চিৎকার আরম্ভ করে বলল, কোরায়েশরা বনুবকরদের সাথে একত্রিত হয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। একমাত্র বনু বকররা করে নি। আশপাশের লোকেরা বিশ্বাস করল, বনু বকর কখন সাহস করতে পারত না, যদি না কোরায়েশদের সাহায্য লাভ করত। এইরূপে কোরায়েশরা আক্রমণরে সাথে যুক্ত। এইরূপে সমগ্র এলাকায় গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, কোরায়েশরা সন্ধি ভঙ্গ করেছে। সুতরাং শীর্ষস্থানীয় নেতারা একত্রিত হয়ে বলল, এটা তো ভীষণ চিন্তাজনক ব্যাপার। যেহেতু সন্ধি ভঙ্গ হয়ে গেছে। এখন মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। যেভাবেই হোক এর প্রতিরোধ করা উচিত।

(ক্রমশ.....)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা’লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir